আসুন,
ক্রিসমাসের আনন্দকে
আরও বাড়িয়ে তুলুন !
১৫% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মেকিং চার্জের ওপর
৫০% ডিসকাউন্ট হিরের গয়নার মেকিং চার্জের ওপর
সুনিশ্চিত উপহার প্রতি কেনাকাটার সঙ্গে
২১শে থেকে
২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত
Shyam Sundar Co.
Jewellers

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 21 December, 2020 ■ আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ৪ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা সংক্রমণের হার কমলেও বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। শনিবারই দেশে সংক্রমণের সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়েছে। মোট সংক্রমণের গ্রাফটা ঊর্ধ্বমুখী হলেও, দৈনিক সংক্রমণ একটু একটু করে কমছে। অগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যভাগ পর্যন্ত সংক্রমণ দ্রুত হারে বাড়লেও, তার পর থেকে সংক্রমণের গতিটা কিছুটা শ্লথ হয়েছে। যা অনেকটাই স্বস্তির খবর।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রবিবারের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৬ হাজার ৬২৪ জন। ফলে মোট সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক কোটি ৩১ হাজার ২২৩।

সংক্রমণের নিরিখে ভারত এখনও দ্বিতীয় স্থানে। আমেরিকার পর। সংক্রমণের হার যেমন কমছে, তেমন সুস্থ হওয়ার হারও বাড়ছে। প্রায় ৯৬ লক্ষ লোক ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৯ হাজার ৯৬০। মোট সুস্থ হয়েছেন ৯৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৪০২।

গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৪১ জনের। প্রতি দিন একটু একটু করে কমছে সংখ্যাটা। যা একটা সদর্থক দিক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এ পর্যন্ত দেশে মোট মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৭৭ জনের।স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দাবি, দেশে যত মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে ৫৩ শতাংশই ষাটোর্ধ ব্যক্তি।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একে শীতকাল, তার উপর সামনে বড়দিন এবং নতুন বছর আসছে। এই সময় আরও সতর্ক পদক্ষেপ না করলে পরিস্থিতি ফের গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। মাস দুয়েক আগে উৎসবের মরসুমে হু হু করে বাড়তে শুরু করেছিল সংক্রমণ। কিন্তু এ বার সেই ভুল করলে বিপদ আরও বাড়তে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

বড়দিন এবং নতুন বছরে যাতে সংক্রমণ না বাড়ে তাই আগেভাগেই ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ ফের ধাপে ধাপে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই ভারতের ক্ষেত্রেও আগাম সতর্কবার্তা দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

শীতকালে প্রত্যাশামতোই দেশজুড়ে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা মোকাবিলায় বাড়ানো হয়েছে করোনা নির্ধারণের পরীক্ষা। গত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশে ১১ লক্ষেরও বেশি করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে।রবিবার সকালে এই কথা জানিয়েছে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর। এদিন আইসিএমআরের তরফে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১ লক্ষ ০৭ হাজার ৬৮১ পরীক্ষা করা হয়েছে।সবমিলিয়ে পরীক্ষা হয়েছে ১৬ কোটি ১১ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৯৫।উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার গোটা ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী।

আমার কোনও কথায় কারোর সম্মানহানি হয়ে থাকলে তা মন থেকে মুছে ফেলুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। আমার কোনও কথায় কারোর সম্মানহানি হয়ে থাকলে তা মন থেকে মুছে ফেলুন। আসুন একসাথে সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তুলি। আজ আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ফোরাম ফর ডেভলাপমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, সাব্রুমে জনসভায় একটি বক্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। সংবাদ মহলে একাংশ মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রী কাউকে হুমকি দেননি বলে দাবি করেছেন। কিন্তু, সাংবাদিকদের একাংশের প্রতিবাদ ক্রমশ জারি রয়েছে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি নির্দিষ্ট কারোর মুখ্যমন্ত্রী নন। এরাজ্যের সকলেই তাঁর আপনজন। তিনি বলেন, আমার একটি বক্তব্যকে ঘিরে নানা তর্ক বিতর্ক হচ্ছে। তাই আমার কোনও কথায় কারোর সম্মানহানি হয়ে থাকলে মন থেকে মুছে ফেলুন। তিনি আবেদন জানান, আসুন একসাথে সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তুলি।

খয়েরপুরে প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে সভা ঘিরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আহত বহু, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। রবিবার আগরতলা শহর সংলগ্ন খয়েরপুরে সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র করের বাড়িতে সভা চলাকালে দুস্কৃতিকারীরা হামলা চালিয়েছে।প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র করেন বাড়ির সামনে সিপিএম নেতা কর্মীদের রাখা বাইক এবং প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র করের গাড়ি ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় তিনজন সিপিআইএম কর্মী ও নেতা রক্তাক্ত হয়েছেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।পরবর্তী সময়ে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলা হলে দুষ্কৃতিকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে বোধ জং নগর থানা থেকে পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় সিপিআইএমের তিন নেতা-কর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, রবিবার তার নিজ বাড়িতে দলীয় কনভেনশন চলছিল।

বাড়ির সামনেই দলীয় নেতাকর্মীদের বাইক এবং গাড়ি রাখা ছিল।কনভেনশন চলাকালেই দুস্কৃতিকারীরা সেখানে চড়াও হয়ে বাইক এবং গাড়ি ভাঙচুর করে এবং ঘটনাস্থলে তিনজনকে পেয়ে তাদেরকে রক্তাক্ত করে। আচমকা এই হামলার ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সিপিআইএম নেতা কর্মীরা। তারা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পালিয়েছে কাপুরুষেরা।এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর। এ ঘটনাকে কাপুরুষিত বলে তিনি আখ্যায়িত করেছেন।পবিত্র বাবু বলেন রাজ্যের শাসক দল পায়ের তলে মাটির হারিয়ে এ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণের টাকা মিটিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। অভাব-অনটনের কারণে এবং রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কমলাসাগর এর এক গৃহবধূ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। গৃহবধূটির নাম মিনা সরকার।জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই ওই গৃহবধূ নানা রোগে ভুগছিলেন।

চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে প্রচুর অর্থ ঋণ নিয়েছেন। বর্তমানে ঋণের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই পরিবারটির। চিকিৎসার জন্য অর্থের সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে চিকিৎসা করাতে পারছে না। একদিকে রোগ যন্ত্রণা ও অন্য দিকে ঋণের যন্ত্রণায় শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ওই গৃহবধূ।

গৃহবধূর আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। গৃহবধূর আত্মহত্যার সংবাদ এ এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রিয়াং বিদ্রোহের নেতার নামে গন্ডছড়া কলেজের নামকরণের দাবী তুলল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। গন্ডাছড়া ডিগ্রী কলেজের নামাকরণ রতন মনি ত্রিপুরার নামে করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে গন্ডাছড়া কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা।বন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া গন্ডাছড়া ডিগ্রি কলেজের ছাত্রাবাস এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গেলে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া কাছে এ ব্যাপারে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন।

মন্ত্রীর হাতে মারক লিপি তুলে দিয়ে গন্ডা ছড়া কলেজের ছাত্রছাত্রীরা জানান, রতন মনি ত্রিপুরা ছিলেন রিয়াং বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। রাজন্য আমলে ১৯৪২ত্ত৪৩ সালে রিহান বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এই রিয়াং বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রতন মনি ত্রিপুরা।সে কারণেই রতন মনি ত্রিপুরাকে স্মরণীয় করে রাখতে গন্ডাছড়া কলেজের নামাকরণ রতন মনি ত্রিপুরার নামে করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা দাবি জানিয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করে বনমন্ত্রীর কুমার জমাতিয়া জানান বিষয়টি নিয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দাবীতে চাকমা সামাজিক পরিষদের গণঅবস্থান আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা সামাজিক পরিষদের পক্ষ থেকে রবিবার রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন স্থানে দুই ঘণ্টার গণঅবস্থান আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।মোট ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে চাকমা সামাজিক পরিষদের পক্ষ থেকে এই গণঅবস্থান আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়।রাজধানী আগরতলা শহরে মহারানি তুলসিবাতি বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এই অবস্থান আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়।

এখানে আন্দোলনকর্মসূচি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা সামাজিক পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেন তারা মোট ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে রাজ্য জুড়ে এই দুই ঘণ্টার গণঅবস্থান আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছে। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চাকমা ভাষাকে রাজ্য ভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে। চাকমা কাস্টমারি ল কে সরকারি অনুমোদন দিতে হবে। এসি এবং ননএডিসি এলাকায় অবিলম্বে চাকমা শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যে অবিলম্বে চাকমা সোসিও কালচারাল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীনাথপুর পঞ্চায়েতে দুর্নীতি আক্রান্ত তদন্তকারী প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর গৌড় নগর এলাকার শ্রীনাথ পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতির তদন্ত করতে এসে আক্রমণের শিকার হন তদন্তকারী দলের প্রতিনিধিরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এবং এবং সি ফান্ডের ১৫ লক্ষ টাকা দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত দু'মাস আগে তদন্তকারী দল তদন্ত করতে এসে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পায়। আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় গৌরনগর ব্লকের বিডিও তদন্তকারী দলের সদস্যদের নির্দেশ দেন শীঘ্রই দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে বিডিওর কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য।গৌরনগর ব্লকের বিডিওর নির্দেশ অনুসারেই তদন্তকারী দলের সদস্যরা ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তদন্ত করতে যান। তদন্তকারী দলের প্রতিনিধিরাশ্রীনাথ পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তদন্ত করতে গেলে সিপিএম এবং বিজেপি তদন্তকারী দলের সদস্যদের বাধা দেয়। তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় এখানে কোন ধরনের তদন্ত করা যাবে না।

তদন্ত করতে চাইলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলেও তারা হুঁশিয়ারি দেয়।শুধু তাই নয় তদন্তকারী দলের প্রতিনিধিদের দৈহিকভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করে তারা।পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তদন্তকারী দলের সদস্যরা গাড়ি ঘুরিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হন।দুর্নীতির তদন্ত করতে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয় তদন্তকারী দলের প্রতিনিধিরা ফিরে যান এবং এ বিষয়ে বিডিওর কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য এর আগেও বহুবার শ্রীনাথ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকারী সন্দেহে বিএসএফের মারধরে গুরুতর আহত স্কুলছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর এর দক্ষিণপাড়ায় বিএসএফের মারধরে সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র জখম হয়েছে। এছাড়া আরো দুজন গ্রামবাসী বিএসএফের হেনস্থার শিকার হয়েছেন।পাচারকারী সন্দেহে অহেতুক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রকে মারধর এবং অপর দুজন গ্রামবাসীকে হেনস্থা করা হয়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বক্সনগর এর দক্ষিণ পাড়া এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।

ঘটনার খবর পেয়ে কলম চওড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে আপাতত পরিস্থিতি

সোনামুড়া

নিয়ন্ত্রণে আসে।কলাম চওড়া থানার পুলিশ স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে এ বিষয়ে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।স্থানীয় বাসিন্দারা বিএসএফ জওয়ানদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন।অপর একটি সূত্রে জানা গেছে বক্সনগর এর দক্ষিণপাড়া সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলি দিয়ে প্রায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পথে বিভিন্ন সামগ্রী ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী পাচার হচ্ছে। পাচার রোধে বিএসএফ জওয়ানরা টহল জোরদার করেছে।

এলাকার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র এবং দুই নাগরিককে হেনস্থ করার ঘটনার পর এলাকার জনগণ ক্ষোভ প্রকাশ করল বিএসএফ অভিযোগ করেছে পাচারকারীরা ওই রাস্তা দিয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

jagarantripura
স্বপ্নের সিঁড়ি ভেঙ্গে নতুন ভাবনায়
www.jagarantripura.com

গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভ যদি একসাথে কাজ করে তবেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব

সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা ও ভর্তুকিতে ঋণের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভ যদি একসাথে কাজ করে তবেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই চারটি স্তম্ভকেই শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছেন। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্রোটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটির প্রথম রাজ্য সম্মেলনে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি রাজ্যের সাংবাদিকদের জন্য আয়ুষ্মান ত্রিপুরা যোজনার সুবিধা এবং আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল সাংবাদিকদের পরিবার-কে স্বনির্ভর করার জন্য ভর্তুকি-তে ঋণের ঘোষণা দেন। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সমাজকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করাই ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের কাজের অভিমুখ। বর্তমানে সাংবাদিকতার মধ্যে পেশাদারিত্ব এসেছে। সংবাদ জগৎ এখন শিল্প। এক্ষেত্রে আরও পারদর্শিতা নিয়ে আসা প্রয়োজন।

রবিবার আগতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এফডিপিএমসি'র রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের কল্যাণের মাধ্যমেই সমাজের উন্নয়ন হয়। সেই দিশাতেই বর্তমান সরকার কাজ করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজ কল্যাণ, খাদ্য প্রতিটি দপ্তরেই সরকারের কাজের সফলতা এসেছে। রাজ্যে মাথাপিছু আয় ২০১৭ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষিত বেকার যুবকরা স্বনির্ভর হতে চাইছে। উদ্যান, মৎস্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হচ্ছে রাজ্যের যুবকরা। রাজ্যের মানুষের এই মানসিকতাই স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নেবে। রাজ্যের ক্যুইন আনারস, সুগন্ধি লেবু এখন বহিঃদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমান সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরায় তৈরি বাঁশের বোতল দুবাই-এ সমাদরে বিক্রি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে রাজ্যের কৃষকরাও উপকৃত হয়েছেন। সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করছে। রাজ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ কৃষককে প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্যের বর্গাচাষীদেরকেও কেসিসিতে ঋণ দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের সয়েল হেলথ কার্ড দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারে সি বি এস ই

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ৭৩ ◻ ২১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ◻ ৫ পৌষ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রক্ষা করিবে কাহারা?

জলবায়ু পরিবর্তন গোটা বিশ্বের কাছে এখন আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে হইলে নিজেরা সতর্ক হইতে হইবে। এছাড়া বিশ্ববাসীর কাছে বিকল্প আর কোনো পথ খোলা রইল না।খরা, বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়! এই ত্র্যহস্পর্শেই জলবায়ু বদলজনিত বিপদের আশঙ্কায় বিশ্বে পঞ্চম স্থানে উঠিয়া আসিয়াছে ভারত। একটি জার্মান পরিবেশ গবেষণা সংস্থার প্রকাশিত সমীক্ষা রিপোর্টে একথা জানাইয়াছেন পরিবেশবিদরা। বিশ্বে যে-ধরনের জলবায়ুগত বিপর্যয় হইয়াছে তাহার নিরিখেই এই তালিকা প্রকাশ করায়াছে ওই সংস্থা। তালিকার শীর্ষ স্থানে রহিয়াছে জাপান। ওই সমীক্ষায় বলা হইয়াছে, ২০১৮ সালে ভারতের অনেক জায়গাই প্রবল তাপপ্রবাহের কবলে পড়িয়াছিল। অতিবৃষ্টিতে বিপর্যয় ঘটে কেরলে। আবার ঘূর্ণিঝড় গজ, তিতলি, বুলবুলের দাপটে পূর্ব উপকূল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জলবায়ুগত বিপর্যয়ে মৃত্যুর দিক থেকে ভারত এক নম্বরে। আর্থিক ক্ষতির দিক থেকে তাহার স্থান দ্বিতীয়। এসব তথ্যের নিরিখেই জলবায়ুর পরিবর্তনগত ঝুঁকি-সূচিতে ভারত পঞ্চম স্থানে। তাই তাঁহারা ভারতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। ২০১৭ সালে এই সমীক্ষায় ভারত ছিল চতুর্দশ স্থানে, এক বছরে উঠিয়া আসিয়াছে পঞ্চম স্থানে। শুধু ভারত নয়, গোটা পৃথিবীর আবহাওয়াই দ্রুত পরিবর্তন হইয়াছে। ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক মাত্রায় উত্তপ্ত হইয়াা উঠিয়াছে এই গ্রহ। পৃথিবী নষ্ট হইয়া সবাসের অনুপযোগী হইয়া গেলে মানুষ থাকিবে কোথায়! আবহাওয়াবিদদের এই নিয়া চিন্তার শেষ নাই। হলিউড এই নিয়ে একটা সিনেমা তৈরি করিয়াছিল ২০০৪ সালে। ছবির নাম ছিল ‘ডে আফটার টুমরো’। সেখানে দেখানো হইয়াছিল কীভাবে বরফ যুগ গ্রাস করিয়াছে আমেরিকাকে। একটুখানি রোদের আশায় লাখ লাখ মানুষ দেশ ছাড়িয়া পালাইয়াছে মেক্সিকোর দিকে। নিউ ইয়র্ক জনশূন্য। যেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে নেকড়ের দল। ওইদিকে ঘূর্ণিঝড় ক্যালিফোর্নিয়ায়। শিলাবৃষ্টি টোকিওতে। আর দাবানল বহু জায়গায়। ফক্স-এর আগে আর কেউ এমন ভয়াবহ ছবি তৈরি করিয়াছে কি না জানা নাই। তবে, সিনেমাটিতে মানুষকে আবহাওয়া বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্কতার বার্তা দিয়াছে খুবই ভয়ঙ্কর চেহারায়।

তবু, মানুষের চেতনা কই! সাধারণ মানুষের কথা কী বলব, যেদিন ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কিয়োটো প্রটোকল পুরোপুরি আইনে বলবৎ হওয়ার কথা ছিল, সেদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বলিয়াছিলেন, আমি কিয়োটো প্রটোকল মানি না। প্রেসিডেন্টের যুক্তি হইলমানুষের তৈরি পরিস্থিতির কারণে আবহাওয়ার পরিবর্তন হইতেহ পারে, তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করেন না।কয়েক বছর ধরিয়াই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবল তাপপ্রবাহ দেখা গিয়াছে। শতাব্দীর যাবতীয় রেকর্ডকে ছাপাইয়া গিয়াছে সেই তাপপ্রবাহ। এর পিছনে সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করিয়াছেন গবেষকেরা। তাঁহারা বলিয়াছেন, জলবায়ুগত বিপর্যয়ে যে-ভাবে প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষতি হইতেছে, তাহা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও চিন্তার কারণ। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন, মানবসভ্যতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে মহাপ্রলয়ের মতো বিপর্যয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিয়োজিত ‘ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ’ (আইপিসিসি)-এর বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন ছিল শুধুই বিপদের আগাম পূর্বাভাস। এবার সরাসরি তাহার ফল ভুগিতে শুরু করিয়াছে মানবগ্রহ। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে এই প্রথম পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়াছে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হ্রাসের পরিবর্তে বাড়িয়াই চলিয়াছে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণ। তাহার জেরে অ্যান্টার্কটিকা আর গ্রিনল্যান্ডে বরফ গলার হার আরও বাড়িতেছে। আরও উষ্ণ হইতেছে পৃথিবী। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে ২০৩০-এর মধ্যে এই তাপমাত্রা বাড়িয়া যাইতে পারে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। এই কারণেই ভয়ঙ্কর এবং অভূতপূর্ব উদ্বেগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রি বাড়িয়া গেলে কী কী হইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যান্টার্কটিকা ও গ্রিনল্যান্ডে আরও দ্রুত গলিবে বরফ। দক্ষিণ গোলার্ধে উষ্ণতা বাড়িলে তাহার প্রভাব পড়িবে গোটা বিশ্বেই। পাহাড়প্রমাণ হিমশৈল তথা বরফের চাঁই গলিয়া সমুদ্রের জলে মিশিবে। আয়তন বাড়িবে জলভাগের। ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইবে বাস্তুতন্ত্র। নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, মুম্বই জলে তলাইয়া যাইবে।অথচ, কে না জানে, কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করিতেছে শিল্পোন্নত দেশগুলোই। কয়লা, ডিজেল, গ্যাস অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি যত ব্যবহার করা হইতেছে ততই মিথেন তৈরির পরিমাণ বাড়িতেছে। সুতরাং কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রতিরোধের জন্য এবং আবহাওয়ার বিপর্যয় ঠেকাইতে গরিব দেশগুলোকে সাহায্য করার জন্য একটা তহবিল তৈরি করিতে হইবে। এই ফান্ডে অনুদান হিসেবে ধনীদেশগুলোর টাকা দেওয়ার কথা ছিল। অনুদান যে দিতেছে না তাহা নয়, কিন্তু পরিমাণ সামান্যই। তাহা হইলে পৃথিবীকে রক্ষা করিবে কাহারা? পৃথিবীটাই না-বাঁচিলে, ঘটা করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের জলবায়ু সম্মেলন করিয়া লাভ কী? এই জন্য সকলকে সচেতন হইতে হইবে। শুধুমাত্র রাষ্ট্র ,রাষ্ট্রসংঘ, কিংবা রাজ্য সরকার দায়িত্ব পালন করিলেই চলিবে না। এই বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

অমিত শাহের আগমনে খুশি, তবে বাউল শিল্পীর গলায় হতাশার সুর

শান্তিনিকেতন, ২০ডিসেম্বর(হি.স.): বাউল শিল্পী বাসুদেব দাসের গলায় ধরা পড়লো হতাশার সুর। তিনি বলেন, ভেবেছিলাম, লক ডাউনে বাউলদের সমস্যার কথা তিনি নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করবেন, কিন্তু সেই আক্ষেপ থেকেই গেল। তবে মোটের উপর তিনি খুশি। তিনি বলেন, আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়েছে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। তিনি তার বাড়িতে পাত পেড়ে খেয়েছেন শুধু নয়, আরও দুটি রুটি দাও বলে চেয়ে খেয়েছেন। একে বাউল, তার উপর দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের বাস শ্যামবাটি সংলগ্ন সুভাষ পল্লীতে। আগে এই জায়গা ছিল বামের। পরে পাল্টে তৃণমূলের হয়। দলিত ও বাউল প্রীতির কথা তুলে ধরতেই তাঁর দলের এই প্রচেষ্টা।

যদিও ভবা পাগলার সম্প্রীতির গান ’ওরে মানুষ! দেখবি যদি আল্লা ভগবান’ গাওয়ার সুযোগ তিনি পান নি।অন্যদিকে, অমিত শাহের আসার আগেই, ছাত্র ছাত্রী ঐক্যের দুই ছাত্র নেতা ফাল্গুনী পান ও সোমনাথ সাউকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় অমিত শাহের সফর নিয়ে প্রতিবাদ ও অমিত শাহের কুশপুতুল দাহ করার পর এই ঘটনা বলে অনেকের দাবি।

রবিবার প্রায় এক ঘন্টা দেরি করে শান্তি নিকেতনের কুমির ডাঙার মাঠে কপ্টারে নামেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, তারপর, রবীন্দ্রভবনের উদয়ন গৃহে কবিগুরুর চেয়ারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন তিনি। তারপর উপাসনা গৃহে যান তিনি। সেখান থেকেই সঙ্গীত ভবনে যান তিনি। সেখানে বাউল সঙ্গীত দিয়ে শুরু। বাউল শিল্পী গাইলেন- রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। তারপর, রবীন্দ্র সংগীত ’তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি’ সহ মোট ৫ টি নৃত্য সঙ্গীত পরিবেশন হয়। তা উপভোগ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখান থেকে সোজা বাংলাদেশ ভবনে আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের সামনে বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল কমিটি নোবেল সম্মান দিয়ে সম্মানিত করেন নি, তাঁরাই সম্মানিত হয়েছেন। তাছাড়াও দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই প্রসঙ্গও তোলেন। তারপর ডাকবাংলো থেকে চৌমাথা পর্যন্ত বিশাল র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ করেন।

বাঙালী ও বাংলা ভাষা আজ চ্যালেঞ্জের মুখে

এইচ এন মাহাতো

অসমে বাঙালীকে বিদেশী বানিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরে নরক যন্ত্রণা দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়াটা আজ দৈনন্দিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক দিন আগে চন্দ্রধর দাশ নামে একজন ১০৪ বছরের বাঙালী বৃদ্ধ নাগরিকত্বের জন্য লড়াই করতে করতে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লেন। দু’বছর আগে তাঁকে বিদেশি বলে ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বয়স ও অসুস্থতার কারণে ডিটেনশন ক্যাম্প থাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু নাগরিক হীনতার জ্বালা থেকে তিনি মুক্তি পান নি। শতার্ধ বৃদ্ধকেও মামলা লড়ে যেতে হয়েছে নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায়। ডিটেনশন ক্যাম্পের বন্দিদশা থেকে সে জ্বালা কিছু কম নয়। শ্রীদাসের জীবনদ্দশায় ইচ্ছে ছিল ভারতীয় হয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াবে। তাঁর দীর্ঘস্বাসের পরিণতি কী তাহা তিনি বাঙালী হয়ে প্রমাণ করলো। ভারত ভূমিকে স্বাধীন করার জন্য বাঙালীর আত্মত্যাগের কি নির্মম ও নিষ্ঠুর পরিনাম। ডিটেনশন ক্যাম্পের ভয়াবহতা থেকে বৃদ্ধ কেন এমনকী শিশুরাও রেহাই পায় নি। কারণ অসমের বাঙালী বিদ্বেষী আইন তৈরি যারা করেছে তারা সকলেই মানবতার শত্রু। অসমে এখন চলছে হিন্দু নামধারী আর এস এস ওরফে বিজেপি ও অগপ সরকার। এই আর এস এস বা বিজেরি’রা সকল সময় বলে থাকেন— তাঁরা হিন্দুদের বাঁচাবার ধারক, বাহক, একমাত্র দণ্ডমুণ্ডের হতাকর্তা বিধাতা। তাহা হলে ডিটেনশন ক্যাম্প করা সার্থে তৈরি হয়েছে। বিধান সভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ স্থানীয় সকল নেতারাই বাঙালীর ভোট পাওয়ার জন্য বলেছিলেন কংগ্রেসের পাপ ডিটেনশন ক্যাম্প ভেহে দেবেন ও সকল হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেবেন। আর বাঙালীর ভোটে জেতার পর আজ আমরা দেখছি বাঙালী হিন্দু পরিবার গুলোর কি ভয়াবহ পরিণতি। হাজার হাজার দৃষ্টান্তের একটি উল্লেখ করছি। অসমের সরকার নামে বেনামে বলছে অসমে নাকি প্রায় ৫০ লাখ বিদেশী তকমাধারী বাঙালী বসবাস করছে। চিরাং-এর বাসিন্দা গোপেন দাসের স্ত্রী অবলা দাস তিন সন্তানের মা হওয়ার পরেও তাকে বিদেশী তকমা দিয়ে কোকরাঝাড় ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। দিন মজুরী করা গোপেন দাস সাধ্য মতো কাগজ পত্র জমা দিলেও তার স্ত্রীকে ক্যাম্পের বাইরে আনতে না পারায় মানসিক ভাবে অবসাদ ও নানা বিপর্যয়ের ফলে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। তার তিনটি সন্তানকে অনাথা করে পৃথিবী থেকে বিধায় নেয়। এখন প্রশ্ন হোলো এই তিনটি সন্তানকে পিতৃহীন ও মায়ের স্নেহমমতা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কে দিলো? আগামীতে সেই শিশুদের নিরাপত্তা ও ভরনপোশণ কে দেবে? এর কোন আইন ভারতের নেতৃত্বে ও আইড় পরিষদের কাছে আছে কী? এই অমানবিক পরিস্থিতির জন্যে কী সাধারণ বাঙালী দায়ী না ভারতে আইন পরিষদ, জবাবকে দেবেন? ভাগ্যের কী পরিহাস দেখুন মৃত স্বামীর মরা মুখটাও দেখার অধিকারটুকু সে পেলনা সেই হতভাগার বিধবা স্ত্রী। হিন্দু মতে তাঁর বিধবা স্ত্রীকে শাখা ভাঙতে হয় ও সিন্দুর মুছে দিতে হয়। কিন্তু আইন এতটাই হিন্দু বিদ্বেষী ও নিষ্ঠুর বিধবা মহিলাকে এখনো বলা সম্ভব হয়নি তার স্বামী মৃত। সৎকারের কয়েক দিন পরেও খবরটি শুনিয়ে দেওয়ার নৈতিক মূল্যবোধটুকু হিন্দু নাগরিকদের ধারক বাহক বিজেপি সরকার মনেই করেন নি। মৃত গোপেন দাসের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পারলৌকিক কাজ করার জন্যে মানবাধিকারের আধিকারিক জামসের আলি একজন মুসলিম হয়েও অন্য এক সহকর্মী নন্দ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে কোর্টের মাধ্যমে প্যারোলে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে আসার অনেক কষ্টে অনুমতি পেয়েছেন। কি বিচিত্র এই ভারতের আইন ব্যবস্থা। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন সারা ভারতে এক দেশ এক আই তৈরি হবে ও থাকবে। অথচ বাঙালী জাতিকে ভারত থেকে উচ্ছেদ করতে ভিন্ন প্রকারের আইন তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু কেন? অসম রাজ্যে বাঙালীর ভোটে বিজেপি সরকার তৈরি করার কী পরিণাম অবলা দাস তাহা হাড়েহাড়ে বুঝতে পারছেন বাঙালী হয়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার শেষ শ্রদ্ধাটুকু দিতে পারেনা, এটা কেমন দেশ। হায়রে বাঙালী, কবে বুঝবে এই নরকের জ্বালা।

এখন সময় এসেছে সংবিধানের তিন নং ধারায় বাঙালীর বাঙালীস্তান ছাড়া বাঁচবার কোন পথ নেই। বাঙালীকে জাগতে হবে, জাগাতে হবে তাঁর বিপ্লবের চেতনার অনল শিখাকে। বাঙালীকে কংগ্রেস, সি পি এম, বিজেপি, তৃণমূল দলমতের ঊর্ধে উঠে আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে নামতে হবে। সেই লড়াইয়ের একমাত্র ফসল “বাঙালীস্তান”। সত্যি সেলুকাস কী বিচিত্র এই ভারতের অসম রাজ্য ও ভারতের আইন পরিষদ বিকৃত ও বুদ্ধিভ্রষ্ট রাজনীতি বাঙালীকে বিনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

সংশোধিত কৃষি আইন বিরোধিতা, বিক্ষোভ ও রাজনীতি এবং...

শান্তনু রায়

সংশোধিত কৃষি আইন নিয়ে কৃষকদের সাথে সরকারের আলোচনায় এ পর্যন্ত সমাধানসূত্র বেরোয়নি। কৃষকরা যেমন এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনড় সরকারও তেমনই অনমনীয়, যদিও এই নতুন আইনে কিছু সংশোধনে রাজি। ইতিমধ্যে এ আইনের প্রতিবাদে সম্প্রতি দেশজুড়ে বনধ্ পালিত হয়েছে যদিও মিশ্র সাড়া পাওয়া গেছে। সরকারের তরফ থেকে যতই বলা হোক না কেন কৃষির উন্নতির জন্যই এই সংশোধিত কৃষি আইন, যে আইনের বলে না সরকারের দেওয়া আশ্বাসন সত্ত্বেও। এর একটা কারণ অবশ্যই অবিশ্বাস। কৃষকদের আশঙ্কা এই সংশোধিত আইনের মাধ্যমে দেশের কৃষিক্ষেত্রকে আদানি-আম্বানিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

কৃষিতে সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের,দলমত, নির্বিশেষে যা হয়ত নব্বইয়ের দশকে শুরু হওয়া আর্থিক সংস্কারের যাত্রাপথের একটি অবশ্যম্ভাবী ধাপ। বেসরকারি কর্পোরেট লবিকে কৃষিতে আকর্ষণ করার প্রয়োজনে এ সংস্কার হয়ত প্রয়োজন ছিল। তবুও প্রতিবাদ উঠেছে, ক্ষুব্ধ কৃষকেরা দিল্লি অবরোধের তোড়জোড় করছেন। সমাধান এখনও অধরা। ইত্যবসরে নতুন আইগুলির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে সংশোধিত তিনটি আইনের প্রথমটি হল Farmers produce Trade and commerce (Promotion and Facilitation)।

এই আইনবলে কোনও রাজ্যের মধ্যে বা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কৃষিজাত পণ্যের নিয়ন্ত্রণহীন বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত কৃষককে তাঁর পণ্যকে নির্দিষ্ট পাইকারি বাজার বা ‘মাণ্ডিতে বিক্রয় করতে হত, যেগুলির পরিচালনা করতেন কৃষি উৎপন্ন বিপণন সমিতি। সারা দেশে এরকম প্রায় ৭০০০ এপিএমসি আছে যাদের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্টরা (ফড়ে বা মধ্যস্বত্বভোগী) চাষির কাছ থেকে পণ্য কিনে থাকে নিলামে স্থিরিকৃত মূল্যে। তারপর তারা সে পণ্য খুচরো বিক্রেতা এবং ব্যবসায়িদের কাছে বিক্রয় করেন। এই ফড়েরাজ দূর করতে নতুন আইনে বলা হয়েছে চাষিরা সরাসরি তাদের পণ্য বিক্রয় করতে পারবেন ব্যবসায়ীদের (ইনস্টিটউশনাল বায়ার) কাছে ভয় পক্ষের সম্মতিতে স্থিরিকৃত মূল্যে। সেজন্য নতুন প্রাইভেট ‘মাণ্ডি’ স্থাপন করা হবে। বলা হচ্ছে এর ফলে চাষিরা ফড়েদের হাতে কুক্ষিগত না থেকে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ভালো দাম পাবেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।

কিন্তু চাষিরা আতঙ্কিত এই কারণে যে এর দ্বারা তাদের একেবারে সরাসরি কর্পোরেট সংস্থার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এক চরম সংস্থার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এক চরম অসুবিধাজনক অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কারণ একজন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী কর্পোরেট সংস্থার দরাদরি করার ক্ষমতা এবং সম্পদ অনেক বেশি, তাদের বক্তব্য ২ হেক্টরের কম জমির মালিক এমন দেশের ৮৫ শতাংশ ক্ষুদ্র চাষির পক্ষে বড়ো বড়ো কর্পোরেট ক্রেতার সঙ্গে চোখে চোখ রেখে দরদাবি করে রাজি করানো দুরূহ।

কৃষকদের আরও আশঙ্কা এভাবে ক্রমে সরকারি এপিএমসিগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তাদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রাইভেট মান্ডিগুলির খপ্পরে পড়তে হবে এবং ক্রমে কর্পোরেট লবিই বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে এপিএমসিগুলি বন্ধ করা হবে না। কিন্ত বাস্তবে প্রাইভেট মান্ডি থেকে ক্রয়ে কোন কর ধার্য না থাকায় ব্যবসায়ীরা সেখান থেকেই পণ্যসামগ্রী ক্রয়ে অধিক সচেষ্ট হবে স্বাবাবিকভাবেই এ অনুমান করা যেতেই পারে। এর ফলে এপিএমসিগুলির মারফৎ ক্রয় বিক্রয় হ্রাস পাওয়ায় সেখানে কর্মরতদের চাকুরির নিরাপত্তা ও এপিএমসির স্থায়িত্ব ক্রমে এক প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হবে তা বলাই বাহুল্য।

অন্যদিকে যদি ব্যবসায়ীরা এপিএমসিকে এড়িয়ে সরাসরি চাষির কাছ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে থাকেন তবে সরকারি মান্ডিগুলিতে কর্মসংকোচনের সাথে সাথে মান্ডিগুলির মারফত ক্রয়ে ধার্য ট্যাক্স বাবদ আয়ের সংস্থানও রাজ্যগুলি হারাবে।

আবার নতুন আইনে কৃষিজাত পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ে ভৌগোলিক নিষেধাজ্ঞা দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে যাতে কৃষকেরা এর সুবিধা সুযোগ গ্রহণে দূরবর্তী বাজারে তুলনামূলক উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিক আয়ের সংস্থান করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে ক্ষুদ্র চাষিরা এ থেকে কতটা উপকৃত হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যায় কারণ পরিবহণ ও পণ্যসামগ্রীর গুদামজাত করণের সমস্যাও এজন্য ব্যয়। প্রসঙ্গত বর্তমান ব্যবস্থায়ও চাষিরা দেশের কোন জায়গায় তাদের সামগ্রি বিক্রয় করতে পারেন এ ব্যাপারে চাষিদের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।

দ্বিতীয় আইন The Farmer (Empowerment and production). Agreement on price Assurance and Farm service. এ চুক্তি চাষের কথা বলা হয়েছে। এই আইনের বলে কৃষকেরা চাষ আরম্ভের পূর্বেই বৃহৎ ক্রেতা বা কৃষি রপতানিকারক সংস্থাকে ভবিষ্যতে চুক্তি অনুযায়ী স্থিরিকৃত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করার চুক্তি করে নিতে পারবে। এতে কৃষক লাভবান হতে পারে এই কারণে যে অতি ফলনের ফলে দাম পড়ে গেলেও চুক্তিবদ্ধ কৃষক চুক্তিমত মূল্য পেতে হকদার থাকবে। ফসলের দাম পড়ে যাওয়ার প্রভাব এক্ষেত্রে কার্যকরী না হওয়ায় কৃষকের অনুমিত আয় সুনিশ্চিত থেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু যদি বিপরীত ঘটে তবে কৃষক বাড়তি আয়ের সুবিধা পাবে না উপরন্তু এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন নাও চলতে পারে। কর্পোরেট সংস্থাও অধিক ফলনের কারণে তাদের লাভক্ষতি হিসেব করে পরবর্তীকালে ক্রয়মূল্য কমিয়ে দিলেও কৃষকের অন্যথা করার কোনও উপায় থাকবে না কারণ ইতিমধ্যে এপিএমসিগুলি হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে। সেজন্য কৃষকদের দাবি চুক্তিতে নিম্নতম সহায়ক মূল্যের (এমএসপি) বিধান রাখতে হবে। The Essential commodities (Ammendment) Act হল তৃতীয় আইনটি। এই আইনের ফলে মজুতদারি আর সাধারণভাবে দণ্ডযোগ্য অপরাধ থাকল না, ব্যবসায়ীরা ইচ্ছে মত খাদ্যশস্য মজুত করে রাখতে পারবে বিশেষ কয়েকটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, যেমন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতিরেকে।

এই আইনের সুযোগ নিয়ে লাগামছাড়া মজুতের ফলে বাজারে খাদ্যদ্রব্যের যোগানে ঘাটতি সৃষ্টি করে কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধির অপচেষ্টা হবে এ অনুমান হত অকারণ নয়। উপরন্তু মজুত আছে এই অজুহাতে পারবর্তী বছরে কম পরিমাণে পণ্য ক্রয় করারও কৃষককে চুক্তিমত মূল্য প্রদানের দায় এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণের প্রবণতা গড়ে উঠতে পারে।

সেজন্য কৃষকদের অনেকেই মনে হচ্ছে এই আইনগুলি বৃহৎ ব্যবসায়ী কোম্পানিও কর্পোরেট সংস্থার স্বার্থে প্রণীত হয়েছে কারণ তাঁদের পক্ষেই অধিক সুবিধাজনক এবং কৃষকের কোন আইনগত অধিকার থাকবে না। সেজন্য তাদের দাবি ন্যূনতম সহায়কমূল্য বা এমএসপিকে আইনগত অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং (২০টি কৃষিজাত পণ্যের সহায়ক মূল্য ঘোষিত হয় তার সবগুলিই চাল গম ইত্যাদির মত সরকারি পরিকাঠামোর মাধ্যমে চাষিদের কাছ থেকে সংগৃহীত হোক।

উল্লেখ্য এই আন্দোলন অবশ্য সারা ভারতে তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়েনি এখনও পর্যন্ত প্রধানত পাঞ্জাবে, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান সহ উত্তর পশ্চিম ভারতের একাংশে সীমাবদ্ধ থেকেছে। কারণ হয়ত দেশের বাকি অংশের চাষির স্বার্থ নতুন আইনের কতটা বিঘ্নিত হবে বা আদৌ বিঘ্নিত হবে কিনা সে ব্যাপারটা এখনও পরিস্কার নয়। অতএব পাঞ্জাবের চাষির এই আন্দোলনে গোটা দেশের কৃষকদের স্বার্থ জড়িত নয়। পাঞ্জাবের কৃষকের সঙ্গে দেশের বাকি কৃষকের অবস্থা তুলনীয় নয় চরিত্র এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রশ্নে ভিন্ন। পাঞ্জাবের চাষিরা সবই বড় চাষি কুলাক শ্রেণির। সম্পন্ন ও স্বচ্ছল এই পাঞ্জাবের কৃষকের সাথে এ রাজ্যের কৃষকের কোনও তুলনা হয় না। পাঞ্জাবের কৃষকদের সৌভাগ্য তারা ভাকরা নাঙ্গাল পেয়েছিল যে ধরনের সুবিধা বাকি দেশের কৃষকদের কাছে আজও অধরা। পাঞ্জাবে প্রায় সব চাষের জমি সেচের সুবিধাযুক্ত, চাষ হয় ট্রাক্টরের সাহায্যে মাটিতে প্রস্তুত করে, উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করে। গবাদি পশুর সাহায্যে মাঠে লাঙ্গল দেওয়ার পদ্ধতি অনেক আগেই অচল হয়ে গেছে। ফসলও হয় ভালো এবং ফসল উৎপাদনের হারও তুলনামূলভাবে বেশি। উৎপন্ন ধান মাঠেই মেশিনের সাহায্যে ঝাড়াই হয়ে চলে আসে খামাবে। দেশভাগের পরও বাংলার তুলনায় পাঞ্জাবের প্রতি উপঢৌকন জুটেছে অনেক বেশি। এখন সারা দেশে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানত পাঞ্জাবের এই বড় চাষিদের অঙ্গুনিহেলনে। পাঞ্জাবের শিখ-জাঠ লবিকে কেন্দ্রে সব সরকারই সমীহ (মাত্রাতিরিক্ত) করে এসেছে। এই লবিই সেখানকার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। দিল্লির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিসরেও এই লবি শক্তিশালী। যেহেতু একসময়ে ‘সবুজ বিপ্লবে’ পাঞ্জাবের চাষিরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সেজন্য তারা সবসময় একথাও মনে করার কারণ আছে যে নতুন কৃষি আইন চালু হলে কৃষিক্ষেত্রে পাঞ্জাবের চাষির একাধিপত্য আর থাকবে না এই আশঙ্কাই এই আইনের বিরুদ্ধে সেখানাকার চাষির এই বিদ্রোহ। তাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে ভেবেই তারা এই নতুন আইন আটকাতে এতে মরিয়া। সাথে আছে কেন্দ্রবিরোধী রাজনীতির সুযোগসন্ধানি সমর্থন। অনেকে অবশ্য এর মধ্যে ‘গণঅভ্যুত্থানের ভোরের সূর্য দেখতে পাচ্ছেন অতিরিক্ত ভাবালুতায় কিংবা বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি বিরূপতায়।

প্রসঙ্গত এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার কংগ্রেসের ২০১৯-এর লোকসভা নিবতাচনের নির্বাচনী ইস্তেহারে জ্বলজ্বল করে লেখা আছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে কংগ্রেসের এ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সাথে সংশোধিক কৃষি আইনের ফারাক খুব একটা নেই। যেমন আর্থিক নীতির প্রশ্নেও বর্তমান শাসকদলও কংগ্রেসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার এই কৃষক বিক্ষোভ মূলত সম্পন্ন চাষিদের একথা জেনেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছে নিজস্ব স্বার্থে। এ আইন লোকসভার পাস হয়ে যাওয়ার পর থেকেই বিরোধীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন রাস্তায় নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। লোসকভা নির্বাচনের ফলাফলে বিমূঢ়, হতাশ এবং ম্রিয়মান ছন্নছাড়া বিরোধীরা বিহারের নির্বাচনী ফলাফলে উৎসাহিত হয়ে গোষ্ঠী বিশেষের একাংশের ধুমায়িত ক্ষোভকে উসকে এই ইস্যুটিকে কাজে লাগিয়ে আপত ঐক্যে (সুবিধাবাদী হলেও) আবার গা গরম করে নিয়ে চেয়েছে এই সুযোগে সাধারণ শত্রু শাসকদলকে এক জোর ধাক্কা দিতে। আবার যেসব রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন আর কয়েক মাসের মধ্যে তার কোথাও কোথাও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি’র বিরুদ্ধে নিজ দলের জমি শক্ত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী এই বিক্ষোভকে কাজে লাগাতে চেয়ে অতি উৎসাহী সমর্থনও পক্ষ্যণীয় যদিও সেসব রাজ্যের কৃষকস্বার্থ এই নতুন আইনের ফলে তেমনভাবে প্রভাবিত নাও হলেও বাস্তবে অনেক রাজ্যেই প্রচলিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এরাজ্যে পটাটো চিপস প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলি অলিখিত চুক্তির ফলেই চাষির কাছে থেকে সরাসরি আলু সংগ্রহ করে খোলা বাজারে থেকে নয়। এবং এ পদ্ধতিতে এখানকার চাষিরা যে ক্ষুব্ধ এমনটা শোনা যায়নি এ পর্যন্ত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আসন্ন সিনেমা প্রদর্শনী নিয়ে সিনেডেভিল আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

শান্তিনিকেতনে গুরু দেবের বাড়িতে এসে আমি আপ্লুত - অমিত শাহ

শান্তিনিকেতন, ২০ডিসেম্বর(হি.স.): 'শান্তিনিকেতনে গুরু দেব রবীন্দ্রনাথের বাড়ি তে এসে আমি আপ্লুত খুশি।' বিশ্বভারতীর মূল ভাবনার প্রকৃষ্ঠ দৃষ্টান্ত 'খেয়াল খাতায়' এমনই নানা কথা লিখে স্বাক্ষর রাখলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই প্রথম শান্তিনিকেতন সফরে এসে আপ্লুত অমিত বার বার আবেগ প্রবন হয়েছেন। কখনও গান্ধী জীর স্মৃতি বিজরিত মাটির শ্যামলী বাড়ির দেওয়ালে হাত বুলিযেছেন। কখনও রবীন্দ্র গানে তাল দিযেছেন।

রবিবার শান্তিনিকেতনের পল্লী শিক্ষা ভবনের মাঠে কপ্টারে নামেন অমিত শাহ। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, বিশ্বভারতীর উপাচার্য সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তার সঙ্গে আসেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়, দীলিপ ঘোষ, মুকুল রায়। সেখান থেকে সোজা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কনভয এসে পৌচছয বিশ্বভারতীর উওরাযন চত্বরে। উদয়ন গৃহে কবিগুরুর ব্যবহৃত চেয়ারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন অমিত। উদযন বাড়ির দোতলায় কবি কক্ষে যান তিনি। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত সামগ্রী ঘুরে ঘুরে দেখেন।উদযন বাড়ির নিচের ঘরে বসেই খেয়াল খাতায় মনের ভাব প্রকাশ করলেন অমিত শাহ।

কি সেই 'খেয়াল খাতা'?

বিশ্বভারতীর মূল ধেয মন্ত্র যদি হয়- "যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীডম" অর্থাৎ যেখানে বিশ্ব এসে একটি নীরে বাসা বাঁধে। এই ভাবনার সর্ব শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত 'খেয়াল খাতা'

বিশ্বভারতী অন্যতম প্রাচীন সম্পদ এই খেয়াল খাতা। যা বিশ্বভারতীর ত্নদ্রদ্রদ্ধ পরিদর্শক পঞ্জি।

কবির আশ্রম বিদ্যালয় থেকে বিশ্বভারতীতে উত্তোরন পর্ব থেকে দেশে বিদেশের যত বিদ্বজ্জন এসেছেন শান্তিনিকেতনে তাদের অনুভতি অভিব্যক্ত হযেছে এই খেয়াল খাতায়।বিশ্বভারতী কে চাক্ষুষ করে অতিথি, তাদের মনের কথা লিপি বদ্ধ করেছেন বছরের পর বছর। সেই ধারা অব্যহত থেকেছে।বিশ্বভারতী এতদিন পর্যন্ত যত জন আচার্য এসেছেন তারা সকলেই স্বাক্ষর রেখেছেন এই খেয়াল খাতায়। রবীন্দ্র ভবন অভিলেখাগারে স্ব যত্নে রক্ষিত থাকে সেই ঐতিহ্যবাহী খাতা।বিশ্বভারতীর 'খেয়াল খাতা' আজও ইতিহাসের স্বাক্ষ বহন করে।এবারও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করে লিখে গেলেন তার অনুভব।বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, 'অমিত শাহ খেয়াল খাতায় ১১ লাইনের অনুভব লেখেন। তিনি অনুভব লিখতে গিযে একাধিক জায়গায় গুজরাটী শব্দ ও ব্যবহার করেছেন। যেখানে তিনি লিখছেন 'শান্তিনিকেতনে গুরু দেব রবীন্দ্রনাথের বাড়ি তে এসে আমি আপ্লুত খুশি।'

পরে ঐ চত্বরে ই গান্ধী জীর স্মৃতি বিজরিত শ্যামলী গৃহে প্রবেশ করে কিছু ক্ষণ স্থির হয়ে দেখেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সেই বিখ্যাত ছবি।

পরবর্তী গন্তব্য ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহ। সেখানে শ্বেত পাথরের আসনে পুস্তারঘ নিবেদন করেন অমিত সহ একাধিক বিজেপি নেতা।

গন্তব্য বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবন।সেখানকার সাংস্কৃতিক মঞ্চের সামনে বসে শুনলেন বাউল গান। শিল্পী গাইলেন- 'দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।' তারপর, রবীন্দ্র সংগীত 'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি' সহ মোট ৫ টি রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশনে ছাত্রীরা। তা উপভোগ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।গান শুনতে শুনতে তাল মেলান তিনি। অনুষ্ঠান শেষ হতেই নিজে উঠে যান মঞ্চে ছাত্র ছাত্রী অধ্যাপক দের সঙ্গে পরিচয় করেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখান থেকে সোজা বাংলাদেশ ভবনে কনভয পৌচছয। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও আধিকারিকদের সামনে বক্তব্য রাখেন অমিত। তিনি বলেন, ' বিশ্বভারতীর শতবর্ষ আগত প্রায়।তাকে ঘিরে বছর ভোর অনুষ্ঠান হোক। একই সঙ্গে কবি গুরুর যে স্বপ্ন তা আবার বাস্তবাযিত করার অঙ্গীকার শুরু হোক। যেমন নন্দলাল, রাম কিঙ্কর, বিনোদ বিহারী মত শিল্পী আবার তৈরি হোক এই বিশ্বভারতী থেকে। রবীন্দ্রনাথের কথা আমার থেকে আপনারা অনেক বেশি জানেন তার নতুন করে বলতে চাই না। ঐ অনুষ্ঠান শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের সামনে বলেন,' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল কমিটি নোবেল সম্মান দিয়ে সম্মানিত করেন নি, তাঁরাই সম্মানিত হয়েছেন। তাছাড়াও দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। এরপরই পৌচছে যান বাউল শিল্পী বাসুদেব দাসের বাড়ি।বাড়ির মাঝে আশ্রম ঘরে বসে শোনালেন বিখ্যাত গান 'তোমায় হৃদয মাঝে রাখব ছেড়ে দেব না' "। তিনি বলেন, আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়েছে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর। তিনি তার বাড়িতে পাত পেড়ে খেয়েছেন শুধু নয়, আমার গান শুনতে শুনতে বার বার বলেছেন বাহ বাহ। স্ত্রী উরমিলা দাস বলেন, ভাত ডাল আলু পোস্ত সবই খেলেন। আবার দুটি রুটি দাও বলে চেয়ে খেয়েছেন।এটাই আমার চরম পাওয়া। '

নেপালের জাতীয় সংসদ ভেঙে দিলেন রাষ্ট্রপতি, ঘোষণা করলেন নির্বাচনের দিন

কাথমান্ডু, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মার সুপারিশ মেনে নেপালের জাতীয় সংসদ ভেঙে দিলেন রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারি। ঘোষণা করলেন পরবর্তী নির্বাচনের দিনও। দু'দফায় আগামী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২১ সালের ৩০ এপ্রিল ও ১০ মে। রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণার পরই সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিরোধীরা।

নেপালে মঙ্গলবার একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয় যেখানে বলে দেওয়া হয় যে সাংবিধানিক পরিষদের যেকোনো বৈঠক অধ্যক্ষ এবং বিরোধী দল নেতার অনুপস্থিতিতে হতে পারব। এই নিয়ে দুই তরফের তুমুল বিতর্ক বাঁধে। সাংবিধানিক পরিষদের এই অধ্যাদেশকে ভিত্তি করে বর্ষীয়ান নেতা পুষ্প কুমার দহলের সঙ্গে মতানৈক্য হয় কেপি শর্মা ওলির। এরপরই রবিবার সকালেই জরুরি বৈঠক ডেকে সরকার ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন কেপি শর্মা ওলির মন্ত্রিসভার সদস্যরা। সাত জন মন্ত্রী পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারি'র কাছে সংসদ ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেন প্রধানমন্ত্রী ওলি। এরপরই তাতে সায় দিয়ে সংসদ ভেঙে আগামী নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয় নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারির অফিস থেকে। জানানো হয়, আগামী সাধারণ নির্বাচন ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা ২০২১ সালে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের ৩০ এপ্রিল ও ১০ মে দু'দফায় ওই ভোটগ্রহণ হবে।

রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তের পরেই সমস্ত বিরোধী দলের পাশাপাশি প্রতিবাদ জানিয়েছে নেপালের শাসকদল কমিউনিস্ট পার্টিও। এপ্রসঙ্গে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিষ্ণু রাইজাল বলেন, 'সংসদীয় দলের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কমিটি ও সম্পাদক মণ্ডলীর ভিতরেও নিজের জায়গা হারিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাই এই ধরনের অবিবেচক কাজ করে দেশের মানুষের অর্থ অপচয়ের বন্দোবস্ত করেছেন। আসলে নেপালে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করে নিজেকে সর্বশক্তিমান বানাতে চাইছেন।'

বাজারিছড়ায় রবিশস্যের বীজ বণ্টন

বাজারিছড়া (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিগত বছরের মতো এবারও বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এ এক সভার মাধ্যজমে এলাকার চাষিদের মধ্যে সরকারি রবি শস্যের বীজ বণ্টন করা হয়েছে।

প্রায় সাত কুইন্টাল পরিমাণ বিভিন্ন জাতের বীজ বণ্টন করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বণ্টনকৃত বীজের মধ্যে ছিল রাজমা, মসুর ডাল, মটর ডাল ইত্যাদি। এই সভায় অন্যান্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জিপি-র সহ-সভাপতি রজত নাগ, লোয়াইরপোয়া বিজেপি মণ্ডলের কৃষাণ মোর্চার সভাপতি স্বপন দাস, প্রমেশ দাস, রুমি ধর, মনোয়ার আলি, রহিম উদ্দিন, অমিত দেব, শুভ্রজিত পাল, নিমাই দাস প্রমুখ। সভায় বক্তারা নিজ নিজ বক্তব্যে স্থানীয় চাষিদের জানান, রবি শস্যের ফলন বাড়ালে কৃষকদের আয়ের উৎস বাড়ে। শুধু এক টুকরো জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষ করা সম্ভব। সভায় প্রত্যেক বক্তাই কৃষকদের রাসায়নিক সার ব্যভবহার না করে জৈবিক সার প্রয়োগের গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পাথারকান্দিতে বিজেপি টিকিটের প্রবল দাবিদার দলের আদি কার্যকর্তা পরিতোষ বণিক

পাথারকান্দি (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : আসন্ন ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পাথারকান্দি কেন্দ্রে বিজেপি-র টিকিট চেয়ে জোরালো দাবি তুলেছেন দলের আদি কার্যকর্তা পরিতোষ বণিক। দীর্ঘ তিরিশ বছর বিজেপির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে এবার তৃতীয় তথা শেষবারের মতো বিজেপির দলীয় প্রার্থিত্বের দাবি তুললেন তিনি।

আজ রবিবার পাথারকান্দি মণ্ডল বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা সংগ্রামী যুবনেতা পরিতোষ বণিক নিজের বাড়িতে সাংবাদিকদের ডেকে তাঁর এই দাবির কথা খোলসা করেছেন। দলের প্রবীণ কর্মী জওহর দেব, রাধেশ্যাম কুমার, জগদীশ সিনহা, ধীরাজ কুমার দেব, কৃষ্ণদাস সিনহা প্রমুখকে পাশে বসিয়ে পরিতোষ বণিক বলেন, বিগত ১৯৯১ সালে দলীয় তরফ থেকে পাথারকান্দির সুসন্তান মধুসূদন তেওয়ারিকে টিকিট দেওয়ার পর আজ পর্যন্ত পাথারকান্দি আসনে স্থানীয় কোনও প্রার্থীকে টিকিট দেওয়া হয়নি। অথচ এমন দাবি স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের। ফলে বার বার স্থানীয়রা বঞ্চিত হচ্ছেন প্রার্থিত্ব প্রাপ্তি থেকে।

পরিতোষের কথায়, প্রতিবারই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে রহস্যজনক ভাবে বহিরাগত প্রার্থীকে টিকিট দেওয়া হয়ে থাকে। আর পরবর্তীতে যার খেসারত দিতে হয় বৃহত্তর এলাকার সাধারণ জনগণকে। আগামীদিনেও দলীয় তরফ থেকে বহিরাগত কাউকে প্রার্থী দিলে তার কুফল ভোগ করতে হবে এলাকার সাধারণ মানুষকে। তাদের গাঁটের টাকা খরচ করে যেতে হবে করিমগঞ্জে। বর্তমান বিধায়কের দৌলতে করিমগঞ্জের অনেকে ঠিকাদারি করার সুযোগ পেলেও বঞ্চিত স্থানীয়রা। ফলে ফের কৃষ্ণেন্দু পালকে টিকিট দেওয়া হলে তার পরাজয় নিশ্চিত। পরিতোষবাবু আরও বলেন, বিগত দিনে দলের হয়ে বিভিন্ন সংগ্রামেও জড়িয়ে পড়েছিলেন বেশ কয়েকবার। এককথায় বর্তমানে পাথারকান্দিতে হাতেগোনা পুরনো প্রথমসারির যে কয়েকজন বিজেপি কার্যকর্তা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন। ফলে স্থানীয় হওয়ার সুবাদে এবার টিকিটের দাবিদার হিসেবে তিনি এক অকাট্য প্রার্থী রূপে নিজেকে তুলে ধরেছেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে পরিতোষ বণিক আরও বলেন, লোকমুখে যতটুকু শুনেছি, এবার দলীয় হাইকমান্ড যদি স্থানীয় বিধায়কের পরিবর্তে দলের তরফ থেকে অন্যে কাউকে প্রার্থী করে তখন সেই দৌড়ে করিমগঞ্জ জেলা সদরেরও বেশ কয়েকজন প্রার্থী প্রত্যাশার সুযোগকে লুফে নিতে প্রস্তুত। আর এই সুযোগ থেকে স্থানীয় তথা ভূমিপুত্র হওয়ার সুযোগকে কে হাতছাড়া করবে? তাঁর প্রশ্ন, দলের প্রার্থী চয়নে হাইকমান্ডোর স্বজনপোষণ নীতিও স্থানীয়দের বার বার বঞ্চিত করছে। তাই পরিতোষ বণিকের আশা, এবার তিনি দলের মহামহিমদের গুডবুকে থাকার সুবাদে নির্বাচনে টিকিট পাবেনই। যদিও রাজনীতিতে কখন কী হয় তা বলা মুশকিল। তবে একজন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিতোষ বাবুর সুনাম রয়েছে যথেষ্ট। আর এ যাত্রায় তাঁকে বঞ্চিত করে বহিরাগত কাউকে টিকিট দেওয়া হলে শেষ পর্যন্ত দলকে পস্তাতে হবে বলে দাবি করেন পরিতোষ বণিক।

'ইউ ক্যান উইন, তোমরা পারবেই...', কৃতী ছাত্রীদের হাতে স্কুটি তুলে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বা

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ইউ ক্যান উইন, ইউ ক্যান উইন, তোমরা পারবেই। নিজের ব্যক্তিত্বে মূল্য সংযোজন ঘটাতে পারলে আমরা সাফল্যের শীর্ষে উড্ডীন হতে পারব। বক্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। আজ রবিবার অসম সরকারের উচ্চ শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে 'প্রজ্ঞান ভারতী' প্রকল্পের অধীনে কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার আমিনগাঁওয়ের নুমলি জলাহ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত ২০২০ শিক্ষাবর্ষের ড় বাণীকান্ত কাকতি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ। আজকের অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ অন্য মন্ত্রী, বিধায়ক এবং সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ পাঁচ ছাত্রীর হাতে দু চাকার বাহন লাল রঙের স্কুটির প্রতীকী চাবি তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্কুটি বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দির তীব্র প্রতিযোগিতামূলক এই বিশ্বে আজ উপযুক্ত মূল্য সংযোজন না হলে কোনও সামগ্রী বাজারে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। সভ্যতা, সংস্কৃতির পাশাপাশি মানুষের রুচিবোধেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই এই যুগে উপযুক্ত শিক্ষা আহরণ এবং উদ্ভাবনী শক্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে নিজের নিজের ব্যক্তিত্বেও মূল্য সংযোজন ঘটাতে হবে। তবেই আমরা সাফল্যের শীর্ষে উঠতে সক্ষম হব।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যুগে যুগে সমাজ গঠনে নারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বর্তমান কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার নারীর মর্যাদা ও স্বাভিমান রক্ষার জন্য যৎপরনাস্তি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উজ্বলা প্রকল্পের বলে দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মহিলার চোখের জল মোছার প্রয়াস করা হয়েছে। বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও, জন-ধন যোজনা ইত্যাদি প্রকল্প মহিলাদের আত্মসম্মান বাড়িয়েছে। একইভাবে অসম সরকারও এই সেদিন রাজ্যের সর্বকালের ইতিহাস রচনা করে সর্ববৃহৎ প্রত্যক্ষ লাভদায়ক প্রকল্প অরুণোদয়-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মহিলার মুখে হাসি ফুটিয়েছে। নানা ধরনের জনকল্যাণমুখি প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার বিগত বছরগুলিতে অসমের ৭০ লক্ষ পরিবারের জীবন স্পর্শ করার পাশাপাশি নারী সমাজও উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে সক্ষম হয়েছে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

নারীর মান-স্বাভিমান এবং মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের বর্তমান সরকার কোনও আপস করেনি বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, বিগত দিনগুলিতে নারীর আত্মসম্মানে হানিকারক দুষ্কৃতীদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করে ফাস্টট্র্যাক আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলা এবং শিশুর সুরক্ষার খাতিরে সরকার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং এর সুফল হিসেবেই আজ রাজ্যের নারী সমাজ নির্ভয়ে নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঝাঁপাতে পারছে।

আজকের অনুষ্ঠানে দু-চাকার যান প্রাপ্ত ছাত্রীদের রাস্তায় এগুলি চালানোর আগে ভালো করে প্রশিক্ষণ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা পরিবহণ আধিকারিক (ডিটিও)-এর দফতরে আবেদন করে উপযুক্ত লাইসেন্স সংগ্রহ করার পাশাপাশি নিজেদের সুরক্ষার খাতিরে হেলমেট পরে রাস্তায় বের হতে ছাত্রীদের বলেছেন সর্বানন্দ সনোয়াল।

ড় বাণীকান্ত কাকতি মেধী পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত রাজ্যের প্রত্যেক মেধাবী ছাত্রী এবং তাঁদের অভিভাবকদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রীদের মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্য সরকার প্রদত্ত লাল রঙের এই স্কুটিগুলি অসমের গ্রামেগঞ্জে তাদের সাফল্যের বার্তা বহন করবে। রাজ্যে বহু ছাত্রীর জীবনে এই প্রকল্প পরিবর্তন আনবে, তাদের মনে নতুন আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার হবে। এখন যারা নিম্নশ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে এই প্রকল্পের জন্য তাদেরও উদ্বুদ্ধ করবে, পড়াশুনায় মনোযোগ বাড়াতে প্রেরণা জোগাবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২০ শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কামরূপ (গ্রামীণ) এবং কামরূপ মেট্রো জেলার ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার স্বরূপ স্কুটি প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে আগামী ২ এবং ৩ জানুয়ারি রাজ্যের অন্যান্য জেলার ছাত্রীদের পুরস্কার স্বরূপ স্কুটি পর্রদান করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি অর্থবর্ষে ২২,০৩৪ জন ছাত্রীকে পেট্রোলচালিত স্কুটি এবং ২১১ জন ছাত্রীকে বিদ্যুৎচালিত স্কুটার প্রদান করা হবে। এ বাবদ রাজ্য সরকারের মোট ১৪৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

কৃষি বিল বাতিলর দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকদের মৃত্যুতে এসইউসিআই (ক)-এর শোক শিলচরে

শিলচর (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : সারা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে রবিবার কাছাড় জেলা সদর শিলচরের উকিলপট্টিতে অবস্থিত এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কার্যালয়ের সামনে 'কৃষক বিরোধী' তিনটি কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে শোক বেদি স্থাপন করে মাল্যদান করেন দলের জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী, দলের কৃষক সংগঠন অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেত-মজদুর সংগঠনের পক্ষে সজলকান্ত দাস, এআইডিএসও-এর অসম রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি হিল্লোল ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক গৌরচন্দ্র দাস প্রমুখ।

শোক বেদিতে মাল্যদান করে দলের জেলা সম্পাদক বলেন, কর্পোরেটদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি আইন গৃহীত করে কৃষকদের দীর্ঘ আন্দোলনের পরও তা প্রত্যাহার করছে না। বিজেপি দলের নির্বাচনী প্রচারে যে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ হয় তা যোগায় আদানি, আম্বানির মতো বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী। তাই তাদের স্বার্থে দেশের সমস্ত আইন পরিবর্তন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সর্বনাশা এই তিনটি কৃষি বিল কৃষকদের বিপন্ন করার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম মারাত্মক বৃদ্ধি ঘটাবে। কারণ অত্যাবশ্যক পণ্য আইন সংশোধনের নামে কৃষি পণ্যের গুদামজাত করার ঊর্ধসীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দেশের মুনাফাখোর বৃহৎ পুঁজিপতিরা কৃষিপণ্য ইচ্ছেমতো গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে জিনিসপত্রের দাম বাড়াবে। তিনি

কালিগঞ্জে গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারের কাজকে কেন্দ্র করে জবকার্ডধারীদের মারধর, পুলিশে এফআইআর

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পের অধীনে একটি রাস্তা সংস্কারের কাজকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কালিগঞ্জের লোকদাস গ্রাম। গ্রামের কতিপয় গ্রামীণ সড়কটিতে নিজেদের স্বত্ব দাবি করে বন্ধ করে দেয় চলমান সংস্কার কাজ। এ নিয়ে গ্রামবাসীদের মারপিট করার অভিযোগ এনে তিনজনের বিরুদ্ধে কালিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে এফআইআর দায়ের করেছেন লোকদাস গ্রামের আব্দুল হক।

জানা গেছে, কালিগঞ্জ পঞ্চায়েত (জিপি)-এর ৪ নম্বর ওয়ার্ড লোকদাস গ্রামের প্রধান সড়ক সংস্কার কাজের জন্য পিএমজিওয়াই প্রকল্পের অধীনে ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। যথারীতি আজ রবিবার সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হয়। কিন্তু সংস্কার কাজ শুরু হতেই বিপত্তি ঘটে। একই গ্রামের জনৈক আব্দুল নুর, মহবুবুর রহমান এবং বুরহান উদ্দিন সহ কয়েকজন এসে সড়ক সংস্কারের কাজে নিয়োজিত জবকার্ডধারী শ্রমিকদের সঙ্গে ঠেলাধাক্কা করে তাঁদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক সময় ঘটনাটি হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন কালিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই প্রদ্যুৎ নাথ। পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এর পর লোকদাস গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আব্দুল হক সড়ক সংস্কার কাজে বাধা দেওয়া এবং সরকারি কাজে রত জবকার্ডধারী শ্রমিকদের মারধরের অভিযোগ এনে একই গ্রামের আব্দুল নুর, বুরহান উদ্দিন ও মহবুবুর রহমান, এই তিনজনকে অভিযুক্ত করে কালিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে এক এফআইআর দায়ের করেন। এফআইআর-এ লেখা হয়েছে, বিগত দিনে বিভিন্ন সময় স্থানীয় পঞ্চায়েতের অধীনে একাধিকবার গ্রামীণ এই সড়কের সংস্কার কাজ হয়েছে। আজ সকালে বিভাগীয় নির্দেশে লোকদাস গ্রামের প্রধান সড়কের সংস্কার কাজ যথারীতি শুরু হয়। কিন্তু কাজ শুরু হতেই কাজে বাধা প্রদান করতে একই গ্রামের আব্দুল নুর, মহবুবুর রহমান ও বুরহান উদ্দিন সহ বেশ কয়েকজন এগিয়ে আসেন। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ যাওয়ার পরই তাঁরা সড়কের উপর থেকে মাটি খুঁড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সড়কের কাজ বন্ধ করার পর থেকে রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী পথচারীদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ সহ মারধর করার অভিযোগ উঠেছে দায়েরকৃত এফআইআরে অভিযুক্ত তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

এদিন বিকেলে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে অভিযুক্তদের আক্রমণের শিকার হয় গ্রামের খালেদা বেগম (১২), ইমরানা বেগমকে (১৩), নজমুল ইসলাম (১৪) সহ কয়েকজন শিশু। গ্রামবাসীরা সংবাদ মাধ্যমের সামনে তাঁদের বয়ানে বলেন, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকে লোকদাস গ্রামের জনগণ এই গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে আসছেন। কিন্তু তার পরও গ্রামের কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির লোক অবৈধভাবে দাবি করে বলে যে, তাদের ব্যক্তিগত জমির উপর এই রাস্তা গড়ে উঠেছে। তাই এই সড়কের মালিকানাস্বত্ব তাঁদের।

গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, বিবাদিরা বর্তমানে সরকারি জলাশয়ে অবৈধ ভাবে মাছ চাষ করে অনেক টাকা উপার্জন করছে। কিন্তু এই মাছ চাষের আয়ের থেকে কর হিসেবে একটি টাকাও সরকারের তহবিলে জমা পড়েনি। তাছাড়া এই গ্রামীণ রাস্তা আগে অনেক উঁচু ছিল। কিন্তু অভিযুক্তরা বিভিন্ন সময় তাঁদের মৎস্য চাষের জন্য সড়কের উপর অবৈধ খনন কার্য করায় সড়কটি বর্তমানে চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে উঠেছে। এক পশলা বৃষ্টি পড়লেই সড়ক দিয়ে হাঁটা মুশকিল হয়ে পড়ে। তাই গ্রামবাসীর কষ্টের অন্ত নেই দেখে সড়ক সংস্কার করতে এগিয়ে আসেন কালিগঞ্জ জিপি-র সভাপতি আনোয়ার হোসেন। সভাপতি আনোয়ার হোসেনের তৎপরতায় সড়ক সংস্কার কাজের শুভারম্ভ হয় রবিবার। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির বাধা প্রদানে সড়কের সংস্কার কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে কালিগঞ্জ জিপি সভাপতি আনোয়ার হোসেনকে সড়ক সংস্কার কাজ বন্ধের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, এই সড়কটি লোকদাস গ্রামের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। কাজে বাধা দিয়ে অভিযুক্তরা গুরুতর অন্যায় কাজ করেছে। এতে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এফআইআরের ভিত্তিতে কালিগঞ্জ পুলিশ তদন্তে নামলেও প্রতিবেদন পাঠানো পর্যন্ত ধরপাকড়ের খবর নেই।

রবিবার আগরতলা সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

স্মার্টফোন যখন ঘরের রিমোট

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও সিস্টেম, এসির পাশাপাশি এখন ঘরের ফ্যান লাইটও নিয়ন্ত্রণ করছে স্মার্টফোন। বাতির রং, তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্যও বাড়ানো কমানো যায়। ইনফ্রারেড ও ব্লুটুথের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমেও স্মার্টফোন থেকে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের উপায় আছে। অনেক ধরেনের স্মার্ট ডিভাইস এখন বাজারে পাওয়া যায়। এগুলো এমনিতেই স্মার্টফোন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শুধু অ্যাপ নামিয়ে সমন্বয় করে নিলেই হলো। তবে একটু পুরনো মডেলের ডিভাইস স্মার্টফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কিছুটা ঝক্কি আছে। এ ক্ষেত্রে ছোট একটি ডিভাইস মূল ডিভাইসে যুক্ত করে নিতে হবে। এরপর ফোনের সঙ্গে অ্যাপ সমন্বয় করে সুবিধাটি পাওয়া যাবে।

সাধারণ ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও, এয়ারকন্ডিশনার, ডিএসএলআর ক্যামেরা, গাড়ির সিডি- ডিভিডি প্লেয়ার--- সব কিছুর সঙ্গেই আজকাল রিমোর্ট কন্ট্রোল সুবিধা থাকে। এসব রিমোট ইনফ্রায়েড পোর্টের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করে। ইদানীং বেশ কিছু স্মার্টফোনেও এ ধরনের সুবিধা জুড়ে দিচ্ছে নির্মাতারা। ইনফ্রায়েড পোর্ট সুবিধাযুক্ত কিছু জনপ্রিয় ফোন হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, শাওমির রেডমি সিরিজ ইত্যাদি। ফোনগুলো তৈরির সময়ই রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন যোগ করে দেওয়া হয়। ফোনে ইনফ্রায়েড পোর্ট দেওয়া না থাকলেও উপায় আছে। হেডফোন জ্যাকের সঙ্গে একটি ছোট ইনফ্রায়েড ডিভাইস যুক্ত করে রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন চালানো সম্ভব। এ ধরনের ডিভাইসের দামও বেশকম, হাজার টাকার নিচে।

ফোনে পোর্ট যুক্ত করার পর দরকার রিমোট অ্যাপ্লিকেশন। এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় দুই অ্যাপ হচ্ছে পিল স্মার্ট রিমোট ও শিওর ইউনিভার্সাল রিমোট।

পিল স্মার্ট শুরুতে টিভির জন্য তৈরি হলেও প্রজেক্টর, সেট টপ বক্স, এয়ারকন্ডিশনার , কুলার এমনকি ক্যামেরাও এই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে চলে।

শিওর ইউনিভার্সাল স্মার্ট রিমোটেও পিল স্মার্ট রিমোটের প্রায় সব সুবিধাই আছে। সঙ্গে আছে অপরিচিত ডিভাইসের রিমোট সেটআপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করার বাড়তি সুবিধা।

ওয়াই-ফাইয়ে রিমোট কন্ট্রোলে

অ্যাপ ছাড়াও ওয়াই ফাইয়ের মাধ্যমে ঘরের বেশির ভাগ ডিভাইস রিমোট কন্ট্রোলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে ইনফ্রারেড হাব বসিয়ে নিতে হবে। বাজারে ইনফ্রারেড হাবের দাম আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। অ্যামাজন বা আলি এক্সপ্রেসে অ্যাকাউন্ট থাকলে কিছুটা কমে পাওয়া যাবে।

টিভি, এসি কেনার সময় সঙ্গে রিমোট দেওয়া হলেও সাধারণত ফ্যান, লাইট বা অ্যাকুয়ারিয়াম পাম্পের সঙ্গে দেওয়া হয় না। এগুলোও চাইলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণকরা যাবে। এক্ষেত্রে ছোট্ট একটি ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত স্মার্ট প্লাগ কিনে নিতে হবে। সরাসরি ডিভাইসে বা প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে এটি যুক্ত করে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দাম হাজার টাকার মধ্যে । স্মার্ট প্লাগগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্র্যান্ডভেদে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।

বাড়ির অন্যান্য কাজে যেমন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোর পরিমাণ ইত্যাদি পরিমাপক সেন্সর লাগানো যায়।এসব সেন্সর থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দূর থেকে ঘরের পরিবেশ নিয়ন্ত্র সম্ভব। যেমন — সেন্সরে দেখা যায় যে ঘর অনেক গরম হয়ে আছে, সে ক্ষেত্রে বাসায় পৌঁছার কিছু আগে স্মার্টফোন থেকে ঘরের এসি চালু করে দেওয়া যাবে। বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে ঘর ঠান্ডা হয়ে থাকবে।

সরাসরি ফোন থেকে নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস

স্মার্ট লাইট, স্মার্ট এসি, স্মার্ট ফ্রিজ, স্মার্ট টিভি, স্মার্ট লকসহ বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক ডিভাইসেরই ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়। স্মার্ট লাইট প্রথম নিয়ে আসে ফিলিপস হিউ। এসব বাতি ফোনের মাধ্যমে শুধু চালু বা বন্ধই নয়, আলোর পরিমাণ, রং, হোয়াইট ব্যালেন্সও ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কয়েকটি হিউ সিরিজের বাতি একত্রে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হিউ-হাবও রয়েছে। চীনের তৈরি কিছু নাম না জানা ব্র্যান্ডের স্মার্ট লাইটও বাজারে পাওয়া যায়। স্মার্টফোন থেকে সবচেয়ে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় স্মার্ট টিভি। এ ধরনের টিভিতে ফোনে থাকা মিডিয়া ফাইল চালানো যায়। আবার টিভির চ্যানেলগুলোও ফোনে দেখা সম্ভব। টিভির ব্র্যান্ড অনুসারে অ্যাপ্লিকেশন ফোনে ইনস্টল করে এ সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়া স্মার্ট চুলার আঁচ ও সময় ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সমার্ট ফ্রিজে ঠিক কী পরিমাণ খাদ্য রয়েছে তাও ফোনেই দেখা যাচ্ছে, ফোন থেকে সরাসরি গান বাজানো যাচ্ছে স্মার্ট স্পিকারে। প্রতিটি ব্র্যান্ডের আলাদা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।

ভয়েস কমান্ডে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ

অ্যামাজন ইকো: অ্যামাজন ইকো মূলত একটি ব্লুটুথ স্পিকার। এর মাধ্যমে সরাসরি ভয়েস কমান্ড দিয়ে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ঘরের লাইট জানানো থেকে শুরু করে অনলাইনে পণ্য অর্ডারকরা, গান বেছে স্পিকারে বাজানোসহ অনেক কিছুই সম্ভব অ্যামাজন ইকো ব্যবহার করে। গুগল হোম: বেশির ভাগ স্মার্ট ডিভাইসেই গুগল হোম কার্যকর। গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্থান, সময় ও সেন্সর ডাটার ওপর ভিত্তি করে কিছু কাজ করতে সক্ষম। যেমন — বাসার দরজায় ভুল করে তালা না লাগিয়ে বের হলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যানড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে গুগল হোম তা জানাবে। এভাবে বাসার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে।

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন কাঁচা সব্জি ও ফল খান

রান্না করা ফল বা সবজির চেয়ে কাঁচা ফল ও সবজি খাওয়া অনেক বেশি পুষ্টিকর। সব সবজি যে কাঁচা খেতে হবে এমন নয়। তবে প্রতিদিনের ডায়েট চার্টে কিছু কিছু কাঁচা সবজি বা ফল রাখুন। যেসব খাবারে বেশি এনজাইম থাকে যেমন পেঁপে, আনারস, বাঁধাকপি, মুলা, বিট, স্প্রাউটস এগুলো রান্না না করে কাঁচাই খান, বেশি উপকার পাবেন। জেনে নিন কেন কাঁচা সবজি খাওয়া জরুরি।কাঁচা ফল ও সবজিকে লাইফ ফুড বলা হয়।শরীর সুস্থ রাখতে ভিটামিন, মিনারেল, ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটের সুষম আহার প্রয়োজন। কারণ, আমরা সারাদিনে যা খাবার খাই, তা থেকেই কাজ করার শক্তি পাই। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট আমরা খাবার থেকেই পেয়ে থাকি। তবে এনজাইমের সাহায্য ছাড়া খাবারে থাকা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ঠিকমতো হাড়, চুল, ত্বক, মাংসপেশীতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। আর কাঁচা ফল বা সবজিতে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম থাকে, যা হজম শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। তাই রান্না করা ফল ও সবজির চেয়ে কাঁচা ফল বা সবজি খাওয়া বেশি উপকারী।খাবারে উপস্থিত এনজাইম ও নিউট্রিয়েন্ট তাপের সংস্পর্শে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তাই ফল বা সবজি যখন রান্না করা হয়, তখন তাপের সংস্পর্শে সেই খাবারে উপস্থিত নিউট্রিয়েন্ট ও এনজাইম অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আপনি সেই একই সবজি বা ফল কাঁচা অবস্থায় খেলে যতটা প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস বা এনজাইম শরীরে যেত, যখন সেটাই রান্না করে খাবেন তার পুষ্টিগুণ অনেকাংশে কমে যাবে। শুধু তাই নয়, প্রসেসড খাবারে উপস্থিত প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলের তুলনায় কাঁচা ফল ও সবজিতে উপস্থিত প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলস শরীরে বেশি সহজে অ্যাবজর্ব হয়। তাই প্রতিদিন কিছু কাঁচা সবজি ও ফল খান। সুস্থ থাকবে শরীর।সর্বদাই যাত্রাপথে খাবারের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা উচিত। নতুন জায়গায় যাওয়ার সময় অতি উতসাহে ইচ্ছামতো খাওয়া উচিত নয়। তাহলে হয়তো পেটের সমস্যায় হোটেল রুম আর হাসপাতালেই আটকে থাকতে হবে। তাই ভ্রমণের সময় নিম্নলিখিত খাবারগুলি থেকে সতর্ক হোনপানীয়: যেকোনো ধরনের পানীয় এমনকি খাবার জল পানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পানীয়র বোতল অবশ্যই সিল করা কিনা দেখে নেবেন। রাস্তাঘাটে অনেক নকল পানীয় পাওয়া যায়। তাই একটু দেখেশুনে পান করবেন।আধ সিদ্ধ খাবার: মণে কাঁচা বা আধ সিদ্ধ যেকোনো খাবারই এড়িয়ে চলা উচিত। তা হোক মাংস, চিংড়ি বা সি ফুড। কারণ এতে আপনার শরীরে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হতে পারে।ফ্রোজেন ফুড: বরফ জমা খাবারে ব্যাকটেরিয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষত, জল বা অন্য কোনো কোমলপানীয় গ্রহণের সময় রাস্তা থেকে কেনা বরফ মেশানো উচিত নয়। কারণ এই বরফ দূষিত জল থেকে তৈরি হতে পারে। রাস্তা বা বাস-ট্রেন স্ট্যান্ড থেকে স্থানীয়ভাবে তৈরি খোলা আইসক্রিম খাওয়া উচিত নয়।ডিম: আমরা অনেকেই ভ্রমণের সময় আধ সিদ্ধ ডিম সঙ্গে নিই। বাস বা রেলস্টেশনেও ডিম পাওয়া যায়। অনেকের তো কাঁচা ডিম খাওয়ারও অভ্যাস আছে। কিন্তু যাত্রাপথে আধ সিদ্ধ বা কাঁচা ডিম না খাওয়াটাই ভালো।কাঁচা সবজি: যেকোনো ভ্রমণ গাইড খুললেই দেখবেন নতুন জায়গায় গিয়ে সালাদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ সবজিগুলো কেমন জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে, সেগুলো তাজা না দীর্ঘদিন ফ্রিজে ছিল, সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই বিদেশে গিয়ে সবজির সালাদ একটু ভেবেচিন্তে খেতে হবে। অনেক দেশে দূষিত পরিবেশে সবজি চাষ হয়, যা কাঁচা খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। তাই যাত্রাপথে এবং নতুন জায়গায় গিয়ে সবজির সালাদ থেকে দূরে থাকুন। দরকার হলে রান্না করা গরম সবজি খান।রেস্টুরেন্ট এড়িয়ে চলুন: ভ্রমণে চলার পথে স্ট্রিট ফুড খাওয়াটা অধিকতর নিরাপদ। কারণ এটা আপনার সামনেই তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে মহাসড়কের পাশে বা বিভিন্ন স্টেশনে যেসব রেস্টুরেন্ট থাকে, সেখানে কীভাবে খাবার তৈরি হচ্ছে, তা আপনি জানেন না। তবে এর মানে রেস্টুরেন্টকে একেবারেই বর্জন করতে হবে, তা নয়। রেস্টুরেন্টে গেলে এমন সময় খাবেন, যখন লোক সমাগম বেশি থাকে।সস, আচার: সস, আচার বা চাটনি থেকে দূরে থাকাটা নিশ্চয়ই কষ্টকর। কিন্তু ভ্রমণে এগুলো থেকে দূরে থাকাই ভালো। রাস্তাঘাটের আচার বা সস তৈরিতে নোংরা জল বা অন্য উপাদান ব্যবহার করা হয়। রাস্তাঘাটে জল ও সবজি থেকে তৈরি খাবারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এগুলো নোংরা জল এবং বাসি সবজি দিয়ে তৈরি।

মানসিক রোগের সাথে ক্রিয়েটিভ কাজকর্মের সম্পর্ক আছে?

সৃষ্টিশীলতা আছে দেবতারকাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন 'মিউজ' । গ্রিক দেবতাদের রাজা -দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো 'মিউজেস'। সৃষ্টিশীলতা আসে দেবতার কাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীণ গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন 'মিউজ'। গ্রিক দেবতাদের রাজা দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো মিউজেস'। এমনকি আঠারো শতকেও মনে করা হতো নিজে থেকে কেউ সৃস্টিশীল হতে পারে না। সৃষ্টিশীলতা এমন এক গুণ যা কারো কারোই থাকে, সবার থাকে না। এমনকি এটাও মনে করা হতো যে বিষন্নতা, সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার এসব মানসিক অসুস্ততার সাথে সৃষ্টিশীলতার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। চিত্রশিল্পী, লেখক, কবি, গায়ক , নাট্যকার, নৃত্যশিল্পী , অভিয়নশিল্পী, ইত্যাদি সৃষ্টিশীল মানুষের মানসিক রোগে ভোগার প্রবণতা তুলনামূলক বেশি।সাইকোলজিস্ট জে ফিলিপ রাশটন পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, সৃষ্টিশীলতার সাথে বুদ্ধি ও বিভিন্ন মুড ডিজঅর্ডারের সম্পর্ক আছে। সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার, ইউনিপোলার ডি প্রেশনের শিকার ৩ লাখ লোক আর তাদের রিলেটিভের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যাদের সিজোফ্রেনিয়া ও বাইপোলের ডিজঅর্ডার আছে, তাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি বেশি। তাদের ভাইবোনদের মধ্যেও ক্রিয়েটিভ কাজ করার ঝোঁক বেশি। তবে যারা ইউনিপোলার ডিপ্রেশনের শিকার তাদের মধ্যে এরকম কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।

দীর্ঘ সময় বসে কাজ? হতে পারে স্লিপ ডিস্ক, জেনে নিন কি করবেন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে অনিয়মের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ''স্লিপ ডিস্ক'' বা ''ডিস্ক প্রোল্যাপ্স'' এর সৃষ্টি হয়। দিনের পর দিন কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের মাঝে ভুল ভাবে বেশি চাপ পড়তে পড়তে এক সময় পিছনের স্নায়ুতে চাপ দিতে শুরু করে।এর ফলে শুরু হয় কারেন্ট লাগার মতো তীব্র ব্যথা। দেখা দেয় ''অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্স''।অনেক সময় নীচু হয়ে হ্যাঁচকা টানে কিছু সরাতে গিয়ে, বা না জেনেবুঝে ব্যায়াম করতে গিয়েও সমস্যা হতে পারে। আবার ব্যায়াম না করার অভ্যাস ও ওবেসিটি থাকলেও সমস্যা হতে পারে। ১৫-৪০ বছর বয়সে এ রোগ বেশি হয়। ৫০-৮০ বছর বয়সের মানুষদের ক্ষেত্রে বেশি হয় ''ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্স''। এই অসুখে প্রথম দিকে হালকা ব্যথা হয়। পরিমাণ কম থাকে বলে অনেকেই ব্যথাকে পাত্তা দেয় না। তাই ভিতরে ভিতরে জটিল হয়ে উঠতে থাকে এই ব্যথা।এমন একটা সময় আসে যখন দেখা যায়, হাঁটতে গেলে পায়ে যন্ত্রণা হয়, দাঁড়াতে বা বসতে গেলেও হয়।রোগ ঠেকাতে যা যা করণীয় : চিকিতসকদের মতে, স্লিপ ডিস্ক ঠেকাতে প্রতিদিনের জীবনে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলাটা একান্তই দরকার। যেমন : ওজন ও ভুঁড়ি ঠিক রাখুন। শুধু কার্ডিও-ই নয়, কোমরের পেশি সবল করার ব্যায়াম করুন নিয়মিত। হাঁটা বা বসার সময় কোমর ও শিরদাঁড়া সোজা রাখুন। আধশোয়া হয়ে বা শুয়ে বই পড়া, টিভি দেখা যত কমানো যায়, ততই ভালো। কোমরে ব্যথা হলে ডাক্তারের পরামর্শমতো ব্যাক রিল্যাক্সিং আসন করুন। দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করতে হলে কোমরের কাছে সাপোর্ট দেওয়া চেয়ারে সোজা বসুন। একটানা বসে না থেকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে একটু হাঁটাচলা করে বা ব্যাক স্ট্রেচিং করে নিতে পারেন। এতে সমস্যা কম হয়। নিয়মিত সাঁতার কাটলে খুব ভালো কাজ হয়। মেয়েরা ৪৫ আর ছেলেরা ৬০ বছর বয়সের পরে ডাক্তার দেখিয়ে ভিটামিন ডি খান। চিকিতসকের পরামর্শ মতো হাড় মজবুত রাখার ওষুধও খেতে হবে। প্রতিদিন ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা ভোরের রোদে থাকুন। অতিরিক্ত ধূমপানে হাড় পাতলা হয়।

কাজেই অভ্যেস বদলান। মদ্যপান ছেড়ে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো। একান্তই তা না পারলে এক থেকে দেড় পেগের বেশি একেবারেই চলবে না।হাড় সবল করতে কী কী খাবেন? হাড় সবল করতে আমিষ খাবারের জুড়ি নেই। বিশেষ করে ডিম, কাঁটা সমেত স্যামন, সারডিন ও ছোট মাছ রাখুন ডায়েটে। এর সঙ্গে দুধ ও দুধের খাবার, মাশরুম, কড লিভার অয়েল, মাখন, ঘি, সবুজ শাকসবজি, বাদাম, কুমড়ো পাতা, টোফু, পোস্ত ইত্যাদিও রাখতে হবে খাবার পাতে। এর পরেও রোগের হানা দেখা দিতে পারে। তেমনটা হলে কী কী উপায়ে তার সঙ্গে যুঝবেন তা জেনে রাখা দরকারি।অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বিশ্রাম, সামান্য ওষুধ, ফিজিওথেরাপি, বেল্ট, ব্যায়াম ইত্যাদির সাহায্যে প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা কমে যায়। তবে যদি তীব্র ব্যথার সঙ্গে পায়ে জোর পাওয়া না যায়, আঙুল নাড়ানো বা পায়ের পাতা উপরে তুলতে কষ্ট হয়। এমন পরিস্থিতিতে এমআরআই স্ক্যান করে অবস্থার পর্যালোচনা করা দরকার। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে কয়েকটি নিয়ম ও সামান্য ওষুধেই প্রায় ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে।অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সের অপারেশন বলতে যেটুকু ডিস্ক হাড়ের খাঁচার বাইরে বেরিয়ে এসেছে তাকে কেটে নার্ভকে চাপমুক্ত করা। খুব একটা কাটাছেঁড়া করতে হয় না এতে। কখনও মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে, কখনও ছোট্ট ফুটো করে এন্ডোস্কোপের সাহায্যে অপারেশন হয়। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বড় অপারেশন করাতে হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারেশনের পর সমস্যা কমে যায়।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।

চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?

২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।

কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?

এস্টেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন , কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?

যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

গান মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কতটা বাড়িয়ে দিতে পারে

গান শুনতে ভালোবাসেন না, এমন মানুষ পাওয়া কঠিন। গান শোনা শুধু বিনোদনের অংশই নয়, স্বাস্থ্য ও মন ঠিক রাখতেও দারুণ কার্যকরী। শারীরিক ক্লান্তি দূর করা ও মানসিকভাবে চাঙা রাখতে সংগীতের রয়েছে দারুণ উপকারিতা।গবেষকরা বলছেন, গান শোনার ফলে শরীরে ডোপামাইন নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মন ভালো করে তুলতে সাহায্য করে। গান মানুষের শরীর ও মন সুস্থ রাখার পাশাপাশি আইকিউ এবং স্মৃতিশক্তি বাড়ায়।এজন্যই হয়ত আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, ''আমি যদি পদার্থ বিজ্ঞানী না হতাম, তাহলে সঙ্গীতজ্ঞ হতাম।''একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গান শোনার মাধ্যমে মানুষের সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক একসঙ্গে সজাগ হয়ে ওঠে। বাড়ে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কার্যকরী প্রভাব ফেলে সংগীত।মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ কমাতে বা কাটাতে সংগীত দারুণ ওষুধ হিসেবে কাজ করে। তাই গবেষকদের পরামর্শ, প্রচণ্ড কাজের চাপে শরীর ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়লে গান শুনলে উপকার পাওয়া যায়।ব্যায়াম বা শরীরচর্চার সময় গান বা ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক শুনলে সহজে ক্লান্তি আসে না। ফলে দীর্ঘক্ষণ শরীরচর্চা চালিয়ে যাওয়া যায়।বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, খামার বা বাগানে সংগীত বা যন্ত্রসংগীত চালিয়ে রাখলে গাছের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে দ্রুত হয়।সংগীত মনঃসংযোগ বৃদ্ধিতে ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশে সাহায্য করে বলে একাধিক গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কিন গবেষকদের দাবি, গণিত চর্চার সময় গান শুনলে সাফল্যের হার বৃদ্ধি পায়।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে পবিত্র কর। ছবি- নিজস্ব।

চলতি বছর উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী ২২ হাজারের বেশি ছাত্রীকে স্কুটি বিতরণ : শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম আজ সর্বক্ষেত্রে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আজকের দিন গৌরব, আনন্দ এবং প্রাপ্তির দিন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ রবিবার অসম সরকারের উচ্চ শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে 'প্রজ্ঞান ভারতী' প্রকল্পের অধীনে কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার আমিনগাঁওয়ের নুমলি জলাহ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত ২০২০ শিক্ষাবর্ষের ড় বাণীকান্ত কাকতি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রীদের পুরস্কার স্বরূপ স্কুটি বিতরণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন রাজ্যের শিক্ষা, অর্থ, স্বাস্থ্য, পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজকের অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, গুয়াহাটি উন্নয়ন ইত্যাদি দফতরের মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, শিক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী ভবেশ কলিতা, সাংসদ কুইন ওজা, কয়েকজন বিধায়ক এবং সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ পাঁচ ছাত্রীর হাতে দু চাকার বাহন লাল রঙের স্কুটি এবং তার প্রতীকী চাবি তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী ড় শর্মা ছাত্রী থেকে শুরু করে মা-ঠাকুমা, তথা অসমের নারী শক্তিকে মর্যাদা সহকারে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, অসম আজ সত্যিকার অর্থে সর্বক্ষেত্রে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমাদের আকাশ ছোঁয়ার ইচ্ছা, একদিন আকাশ স্পর্শ করবই, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন শিক্ষা-অর্থ-স্বাস্থ্য-পূর্ত মন্ত্রী।

তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সুখ্যাতির সঙ্গে উত্তীর্ণ ১,০০০ জন ছাত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ড় বাণীকান্ত কাকতি পুরস্কার হিসেবে স্কুটি প্রদানের প্রথম সূচনা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে এই পুরস্কার প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তবে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বিগত দুই বছরের শীর্ষ পাঁচ হাজার এবং দশ হাজার ছাত্রীকেও স্কুটি প্রদানের সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে, ঘোষণা করেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। তিনি জানান, চলতি বছর ২২ হাজারের বেশি ছাত্রীকে এই পুরস্কার প্রদান সহ এই চার বছরে রাজ্য সরকার প্রায় ৪০ হাজার ছাত্রীকে স্কুটি প্রদান করতে সক্ষম হবে।

আজকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন দুই মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য এবং ভবেশ কলিতা। তাঁরা ড় বাণীকান্ত কাকতি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত ছাত্রীদের তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এই পুরস্কার ভবিষ্যতে তাঁদের শিক্ষাজীবনে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করতে প্রেরণা দেবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন উচ্চ শিক্ষা দফতরের প্রধানসচিব বি কল্যাণ চক্রবর্তী। ছাত্রী-অভিভাবকদের পাশাপাশি ছিলেন গুয়াহাটির সাংসদ কুইন ওজা, বিধায়কগণ যথাক্রমে অতুল বরা, প্রণব কলিতা, সুমন হরিপ্রিয়া, ও রেকিবউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষা দফতরের কমিশনার-সচিব প্রীতম শইকিয়া, উচ্চ শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা গীতিমণি ফুকন, কামরূপ গ্রামীণের জেলাশাসক কৈলাশ কার্তিক, হিরো মোটর কর্পোর ন্যাশনাল সেলস হেড আশুতোষ বার্মা সহ শিক্ষা দফতর এবং সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকবর্গ।

ডিমা হাসাও জেলায় যুবকদের মধ্যে ফের জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার হিড়িক, উদ্বিগ্ন ছাত্র সংগঠন

হাফলং (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : তদানীন্তন উত্তর কাছাড় তথা বর্তমান ডিমা হাসাও জেলায় কি আবার সেই কালো দিন ফিরতে চলেছে? নানা ঘটনাপ্রবাহে এ ধরনের প্রশ্ন আবারো উঁকি দিচ্ছে পাহাড়ি জেলায়। কারণ ডিমা হাসাও জেলায় ১৭ থেকে ২০ বছর বয়সি যুবকদের মধ্যে আবার জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার হিড়িক পড়েছে। পাহাড়ি জেলার মাইবাং মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম থেকে গত কয়েক দিনে বহু যুবক সন্ধানহীন হয়েছে।

গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, এই সব যুবক বিপথে পরিচালিত হয়ে বন্দুক হাতে তুলে নেওয়ার লক্ষ্যে জঙ্গি সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, আবারো কি ডিমা হাসাও জেলায় ৯০-এর দশকের সেই অভিশপ্ত দিনগুলি ফিরতে চলছে? এমন আশঙ্কায় ভুগছেন পাহাড়ের মানুষ।

৯০-এর দশক থেকে পাহাড়ের মানুষ অনেক নৃশংস ঘটনার সাক্ষী। চারিদিকে ছিল গোলাবারুদের গন্ধ, হত্যা, অপহরণ, তোলাবাজি। কিন্তু ২০০৯ সালের পর থেকে ডিমা হাসাও জেলায় স্থায়ী শান্তি ফিরে আসে। কারণ সেই সময়কার ত্রাস সৃষ্টিকারী ডিএইচডি (জে) জঙ্গি সংগঠন অস্ত্র সংবরণ করে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসে। তার পর থেকেই ডিমা হাসাওয়ে উন্নয়নের চাকা সচল হয়ে উঠে। ৯০-এর দশক থেকে জঙ্গি সন্ত্রাসে প্রায় দেড় দশক ডিমা হাসাও জেলার উন্নয়ন প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। তবে এখন পাহাড়ে শান্তির বাতাবরণ ফিরে আসায় পাহাড়ে বিগত ১০ বছর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে সমগ্র জেলায় উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়েছে।

কিন্তু, বিপথে পরিচালিত ওই সব যুবকদের জঙ্গি সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ঘটনা সেই কালো অধ্যায়কে ফিরিয়ে আনবে কিনা তা হচ্ছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ং এ প্রসঙ্গে বলেন, ডিমা হাসাও জেলার যুবকরা যে কিছু দিন থেকে পুনরায় বন্দুক কালচারের দিকে ছুটছে এতে কোনও দিন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বন্দুক হাতে নিয়ে কোনও সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাই যারা আজ বাড়ি ছেড়ে বন্দুক হাতে তুলে নেওয়ার জন্য জঙ্গি সংগঠনে নাম লেখাতে গিয়েছে তাদের পুনরায় বাড়ি ফিরে আসার আহ্বান জানান প্রমিত সেংইয়ং।

সেংইয়ং আরও বলেন, সরকারকে এ ব্যাপারে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং গ্রামাঞ্চলে সরকারি প্রকল্পগুলি ঠিকমতো রূপায়িত হচ্ছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ নজরদারি রাখা খুব প্রয়োজন।

অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আডসু)-এর সভাপতি উত্তম লাংথাসা বলেন, যাদের হাতে এখন কলম থাকা উচিত ছিল আজ তারাই কিনা জঙ্গি সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, তাঁর ছাত্র সংগঠন এবার গ্রামে গ্রামে যুবক-যুবতী, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা অভিযান চালাবে যাতে যুব সমাজ বিপথে পরিচালিত হতে না পারে। আর যারা বাড়ি ছেড়ে জঙ্গি সংগঠনে নাম লিখিয়েছে তাদের ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে তাদের সব সমস্যা ও দাবি দাওয়া নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন উত্তম লাংথাসা। পরবর্তীতে সরকারের সঙ্গে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরবে তাঁর ছাত্র সংগঠন, জানিয়েছেন আডুস-র সভাপতি উত্তম লাংথাসা।

আব্দুস সাত্তার করিমগঞ্জের কংগ্রেস জেলা কমিটির নতুন কো-অর্ডিনেটর

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : আসন্ন ২০২১-এ অসম বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফলাফলের আশায় করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে জোরদার কসরত শুরু করেছে। সংগঠনকে মজবুত করতে উত্তর করিমগঞ্জের পানিঘাট অঞ্চলের আব্দুস সাত্তারকে জেলা কমিটির কো-অর্ডিনেটর পদে নিয়োজিত করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরার নির্দেশে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতরাজ গঠনের প্রদেশ চেয়ারম্যান দিলীপ কুমার শর্মা এক আদেশ জারি করে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের ঘনিষ্ঠ আব্দুস সাত্তারকে এই পদে নিযুক্তি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রদেশ কমিটির আদেশক্রমে নিযুক্তিপত্রটি সাত্তারের হাতে তুলে দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়। দলের গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব পেয়ে আব্দুস সাত্তার সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, কংগ্রেস সর্ব ধর্মে বিশ্বাসী। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণির জনগণকে নিয়ে এগিয়ে চলাই হলো শতাব্দি-প্রাচীন কংগ্রেসে মূল মন্ত্র।

আব্দুস বলেন, কংগ্রেসের এই ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এই দলের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেছেন। একবিংশ শতাব্দির আধুনিক সমাজে সাম্প্রদায়িকতার যে কোনও স্থান নেই তা আগামী নির্বাচনে করিমগঞ্জ জেলা সহ সমগ্র দেশের জনগণ বিজেপিকে সমূলে উৎখাত করে বুঝিয়ে দেবেন। দলের একজন সামান্য কর্মী হয়ে অতীতে যেভাবে কাজকর্ম করেছেন, এবার নতুন দায়িত্ব পেয়ে আগামীতে করিমগঞ্জে দলের হৃত সম্মান ও গণভিত্তি গড়তে আরও জোরদার কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন বলে, দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন জেলা কংগ্রেসের নবনিযুক্ত কো-অর্ডিনেটর আব্দুস সাত্তার।

উল্লেখ্য, উত্তর করিমগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের ঘনিষ্ঠ সাত্তার প্রাক্তন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যও ছিলেন। পাশাপাশি ছয়ের পাতায়

বিশিষ্ট ইসলামিক পণ্ডিত হিজিম সাহেববাড়ির শাহসুফি মাওলানা সৈয়দ খসরুল হোসাইনের জীবনাবসান

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার সর্বজন পরিচিত বিশিষ্ট ইসলামিক পণ্ডিত তথা আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিজিম সাহেববাড়ির বাসিন্দা শাহসুফি মাওলানা সৈয়দ খসরুল হোসাইনের জীবনাবসান ঘটেছে। শনিবার বেলা একটা নাগাদ নিজস্ব বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

মৃত্যুকালে প্রয়াতের বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। প্রচারবিমুখ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত প্রয়াত সৈয়দ খসরু মিয়াঁ মৃত্যুকালে রেখে গেছেন স্ত্রী, এক ভাই, দুই পুত্র, পাঁচ মেয়ে জামাতা পুত্রবধূ নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য অনুগামী।

প্রয়াতের জানাজার নামাজ রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় হিজিম সাহেববাড়ি সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রয়াতের কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ আশরাফ হোসাইন প্রয়াত পিতার জানাজার নামাজ আদায় করেন। শাহসুফি মাওলানা সৈয়দ খসরুল হোসাইনের আকস্মিক প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গান্ধাই-হিজিম এলাকায়। বিশিষ্ট ইসলামিক পণ্ডিতের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বিভিন্ন মহল।

সীমান্তবর্তী গান্ধাই-হিজিমের বাসিন্দা প্রয়াত শাহসুফি সৈয়দ আবুল হোসাইনের পাঁচ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র প্রয়াত শাহসুফি সৈয়দ খসরুল হোসাইনের শিক্ষার হাতেখড়ি বাটইয়া সিনিয়র মাদ্রাসায়।

ওই মাদ্রাসার প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসেবে কৃতিত্বের সঙ্গে এফএম পাশ করে ভরতি হন বদরপুর টাইটেল মাদ্রাসায়। প্রয়াত বিধায়ক তথা মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ আব্দুল জলিল চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে সেখান থেকে টাইটেল পাশ করেন শাহসুফি সৈয়দ খসরুল হোসাইন। কর্মজীবন শুরু হয় গান্ধাই রফিউল ইসলাম আলিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায়। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার জীবন শেষে নিজেকে নিয়োজিত করেন সমাজসেবায়। এলাকায় খসরু মিয়াঁ সৈয়দ ডাকনামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন তিনি। আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎকালীন বিশিষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিত্ব মরহুম মুবাশ্বির আলি অর্থাৎ তেলিটিকর সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বাকি জীবন এভাবেই আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনায় অতিবাহিত করেন।

প্রয়াতের জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকেন সুদূর সৌদি আরবে। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মৌলানা সৈয়দ আশরাফ হোসাইন পিতার মৃত্যুতে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন।

প্রয়াত সৈয়দ সাহেবের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, বিজেপি জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, এআইইউডিএফ জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার, জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন, উত্তর-পূর্ব যুব আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক হাফিজ সাইদুল ইসলাম সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সংসদ ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী

কাঠমন্দু, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): রবিবার সকালে জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে সংসদ ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বর্ষামান পুন জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির কাছে সংসদ ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারীর কাছে সংসদ ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। নেপালে সাংবিধানিক পরিষদের একটি অধ্যাদেশকে ভিত্তি করে বর্ষীয়ান নেতা পুষ্প কুমার দহলের সঙ্গে মতানৈক্য হয় কেপি শর্মা ওলি। প্রসঙ্গত মঙ্গলবার একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয় যেখানে বলে দেওয়া হয় যে সাংবিধানিক পরিষদের যেকোনো বৈঠক অধ্যক্ষ এবং বিরোধী দল নেতার অনুপস্থিতিতে হতে পারব। এই নিয়ে দুই তরফের তুমুল বিতর্ক বাঁধে।

নতুন করে লকডাউন, নৈশ কার্ফু হবে না মহারাষ্ট্রে : উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় মহারাষ্ট্রে কোন রকমের লকডাউন এবং নৈশ কার্ফু জারি করা হবে না। রবিবার এ কথা জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। কিছুটা হলেও রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া নিজের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন আগামী ছয় মাস প্রত্যেককে মাস্ক পরতে হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। এই বিষয়গুলিকে অভ্যেসে পরিণত করতে হবে।

ভারতকে ক্রীড়া রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে : কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন ভারতীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এআইএফএফ এর সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এক অনুষ্ঠানে প্রফুল্ল প্যাটেল জানিয়েছেন, ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিপুল লাফ দেওয়া হয়েছে। এতে করে সার্বিক উন্নতি হবে ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্রে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। তার নেতৃত্বেই খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প দেশজুড়ে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। এএফসি কাপ আয়োজন নিয়ে ভারতীয় ফুটবল সংস্থাকে পূর্ণ রকমের সাহায্য করবে কেন্দ্রীয় সরকার। পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের প্রগতির জন্য সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

২১-এর নির্বাচনে প্রয়োজনে কারাগার থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন অখিল গগৈ, লড়বেন শিবসাগর আসনে

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : কারাগার থেকে মুক্ত হোন বা না-হোন, আসন্ন ২০২১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কৃষক নেতা অখিল গগৈ। কারাবন্দি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হতে পুরোপুরি তৈরি। জানিয়েছেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ধৈর্য কেঁওর।

কৃষক মুক্তির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ধৈর্য কেঁওর আরও জানান, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে অখিল গগৈ ১০৮ নম্বর শিবসাগর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ধৈর্য কেঁওয়ের আশা, এ মাসে নতুবা আগামী জানুয়ারিতে তাঁদের নেতা অখিল গগৈ কারাগার থেকে খোলা আকাশের নীচে আসবেন।

বিগত কিছুদিন ধরে অখিল গগৈ আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিনা এবং করলে কোন কেন্দ্রে লড়বেন তা নিয়ে চর্চা চলছিল। বিশেষ করে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির গর্ভে ভূমিষ্ঠ নতুন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল 'রাইজর দল' গঠনের পর অখিল গগৈষের নেতৃত্ব প্রদান সম্পর্কে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, আজ রবিবার আঞ্চলিক 'রাইজর দল'-এর সদর কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। রাইজর দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গকে সঙ্গে নিয়ে মঠঘরিয়ার মাদার টেরেজা পথে মডার্ন হাইস্কুলের পাশে বাড়ি নম্বর ১-এ ফিতা কেটে কার্যালয়টির উদ্বোধন করেছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা জাহ্নু বরুয়া। এর পর দলের হলুদ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লালবৃত্তের পতাকাও আজ উন্মোচন করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বছর (২০১৯) নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (কা)-এর বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন কৃষক নেতা অখিল গগৈ। তার পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা রুজু করা হয়। একাধিক মামলায় গত বছরের ১২ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সে থেকে কারাগারে বন্দি কৃষক নেতা অখিল গগৈ। কৃষক নেতার বিরুদ্ধ মাওবাদীর সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগও তুলেছে এনআইএ।

দেবী কামাখ্যা দর্শন প্রধান বিচারপতি বোবদের, করলেন মায়ের পুজোর্চনা

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত মা কামাখ্যা দর্শন করেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে। আজ রবিবার সকাল প্রায় ৯-টায় ধুতি-কুর্তা পরে মায়ের মন্দিরে গিয়ে যথারীতি উপাচারে পুজোর্চনা করেছেন তিনি। পুজোর পর মন্দিরকে সপ্তপ্রদক্ষিণও করেছেন প্রধান বিচারপতি।

এদিকে দেশের প্রধান বিচারপতির কামাখ্যা দর্শনের আগে কামরূপ মেট্রো জেলার সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসন গোটা নীলাচল পাহাড়কে নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে রেখেছিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আজ কামাখ্যা মা দর্শন করে কাজিরঙা গিয়েছেন। জানা গেছে, কাজিরঙা পৌঁছে বিশ্রাম নিয়ে ন্যাশনাল পার্কে জিপ সাফারি উপভোগ করেছেন প্রধান বিচারপতি। আগামীকাল সোমবার ন্যাশনাল পার্কে হাতি সাফারি-র মজা নেবেন। সেখান থেকে তিনি মিজোরামের উদ্দেশে রওয়ানা হবেন। আগামীকাল এবং পরের দিন মঙ্গলবার আইজলে কাটাবেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফরের অন্তিম দিন বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ত্রিপুরা সফরে যাবেন। ত্রিপুরায় গিয়ে তিনি উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শনে চলে যাবেন। সেখান থেকে ফিরে এসে আগরতলায় আরও কয়েকটি মন্দির দর্শন করবেন। তার পর মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে বিকেলে কলকাতা চলে যাবেন। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সফরে সাথে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার তথা ব্যক্তিগত সচিব রাকেশ কুমার।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে এই প্রথম অসম তথা গুয়াহাটি এসেছেন শরদ অরবিন্দ বোবদে। দুদিনের সফরসূচি নিয়ে গতকাল শনিবার তিনি গুয়াহাটি এসেছিলেন। খানাপাড়ায় অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর ন্যাচার, ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি আসাম-এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত 'প্রটেকশন অব ওয়াইল্ড লাইফ' শীর্ষক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হৃষিকেশ রায়, সিকিম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একে গোস্বামী, ওড়িশার লোকায়ুক্ত জাস্টিস অজিত সিং (অবসরপ্রাপ্ত), গৌহাটি হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এন কোটেশ্বর সিং সহ গৌহাটি হাইকোর্টের অন্য বিচারপতিগণ। সম্মেলনে অসম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরামের বিচারপতি সহ বিচারবিভাগীয় শীর্ষ আধিকারিক এবং বন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির কো-ইনচার্জ করা হল রাঘব চাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): আম আদমি পার্টির পঞ্জাব ইউনিটের কো- ইনচার্জ করা হল রাঘব চাড্ডা কে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অভিনন্দন জানিয়েছেন তাকে। এই নিয়ে টুইট করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য আগামীদিনে দলের সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি তুলে ধরতে মরিয়া আম আদমি পার্টি। সেই লক্ষ্যে আগামী দিনে দলকে সংঘ বদ্ধ করতে মরিয়া তারা।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে গিয়ে তিনি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত সরঞ্জাম দেখতে থাকেন। অমিত শাহের সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য বিজেপি নেতা কর্মীরা। অন্যদিকে এ দিন বোলপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভা শুরু আগেই তান্ডব তৃণমূল কংগ্রেসের। নানুর বিধানসভার অন্তর্গত শিমুলিয়া মোড়ে বিজেপি কর্মীদের দোকানে আগুন জ্বালানো হল। ছয়ের পাতায়

কৃষক আন্দোলনে শহিদ কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন সারা ভারত কৃষক সভার করিমগঞ্জ শাখা

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : 'কৃষক বিরোধী' আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলনকারী শহিদ কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে সারা ভারত কৃষক সভার করিমগঞ্জ শাখা। রবিবার সকাল ১০টায় সারা ভারত কৃষক সভা এবং সিআইটিইউ-এর যৌথ উদ্যোগে করিমগঞ্জ শহরে শম্ভুসাগর পার্কে শহিদ দিবস পালিত হয়।

শম্ভুসাগর পার্কে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে অস্থায়ী শহিদ বেদিতে কৃষক আন্দোলনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন কৃষক নেতারা। শহিদদের উদ্দেশ্যে বেদিতে মাল্যদান করে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন সারা ভারত কৃষক সভার করিমগঞ্জ জেলা সম্পাদক কালিকুমার দে। কালিকুমার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষক বিরোধী আইন বাতিলের দাবিতে সারা ভারত কৃষক সভা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। হাঁড় কাঁপানো ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেও দেশের অন্নদাতা কৃষকরা তাঁদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে হার না-মানা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের প্রাণের বিনিময়ে চলমান এই আন্দলোন নিয়ে কোনও ধরনের গুরুত্ব আরোপ করছে না, অভিযোগ করেন কালিকুমার দে। ছয়ের পাতায়

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত সাংগঠনিক বৈঠকে কংগ্রেস দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

সিনে ডেলভ স্মরণ করবে প্রয়াত চলচ্চিত্র তারকাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। 'সিনে ডেলভ'-এ রাজ্যের চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের কাছে একটি পরিচিত নাম। সৎ চলচ্চিত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার তাগিদে এই সংস্থাটি যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৮৫ সালে। পরবর্তী সময়ে, এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে সামিল করার জন্য সিনেডেলভ ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু করে 'আগরতলা চলচ্চিত্র উৎসব'। এই উৎসব বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্তার মধ্য দিয়ে, নানান বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিগত বছর (২০১৯) অবধি আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু এ বছর করোনা অতিমারীর কারণে সিনেডেলভ বাধ্য হচ্ছে এবারকার আগরতলা চলচ্চিত্র উৎসব' ২০২০ স্থগিত রাখতে। একটু অসাবধানতায় বিপন্ন হতে পারি আমরা। তাই সিনেডেলভ্ এ বছর সংক্ষিপ্ত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যবিধিকে মান্যতা দিয়ে আগামী ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর অবধি স্মরণ করবে সম্প্রতি প্রয়াত শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের এক বিরল প্রতিভা 'সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়'কে।

সিডেলভ্ বিশ্বাস করে স্রষ্টার মৃত্যু হয় না। স্রষ্টা বেঁচে থাকেন তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষের আর কোন চলচ্চিত্র বা মঞ্চাভিনেতা নেই যাঁর একই সাথে নাটক সমগ্র, গদ্য সংগ্রহ এবং কবিতা সমগ্র সগৌরবে প্রকাশিত হয়েছে। চলচ্চিত্রে অভিনয় থেকে শুরু করে নাটক নির্মাণ, সেই সঙ্গে 'এক্ষণ' পত্রিকার সম্পাদনা - সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সাবলীল। সত্যজিত রায়ের ১৪টি চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া তিনি অভিনয় করেছেন - মৃণাল সেন, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, অজয় কর, ঋতুপর্ণ ঘোষ, গৌতম ঘোষের মতো প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকদের ছায়াছবিতে। তেমনি পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিভাধর পরিচালকদের ছবিতেও তাঁর আসন ছিল পাকা।

সিনেডেলভ্ মনে করে - এই মহান মানুষটির প্রয়াণে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ঘটে গেছে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাই 'স্মতিতে সৌমিত্র' (সৌমিত্র স্মরণ) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিনেডেলভ্ এই মহান অভিনেতা, কবি, গল্পকার-এর প্রতি জানাতে চায় শ্রদ্ধা। আগামী ২৫ ডিসেম্বর বিকাল ৪.৩০ মিনিটে স্থানীয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে শুরু হবে এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। প্রথম পর্বে থাকবে আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠ। অংশগ্রহণ করবেন কলকাতা ও আগরতলার বিশিষ্টজনেরা। এরপর শুরু হবে চলচ্চিত্র প্রদর্শন। ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর ও প্রদর্শিত হবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনত পুরনো ও সাম্প্রতিক কালের চলচ্চিত্র।

সিনেডেলভ আশা করে বিগত বছরগুলির মতো এবারো আগরতলা তথা রাজ্যের চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষ এই তিনদিনব্যাপী স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সফল ও সার্থক করে তুলতে এগিয়ে আসবেন। আগামীদিনে আমরা বৃহত্তর আঙ্গিকে চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করার প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গিকার বদ্ধ থাকবো।

স্মৃতিতে সৌমিত্র সম্ভাব্য ছায়াছবির তালিকা — ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ টায় 'অপুর সংসার' পরিচালক- সত্যজিৎ রায় (১৯৫৯) সময়- ১১৭ মিঃ। ২৬ ডিসেম্বর বিকাল ৩ টায় জয়বাবা 'ফেলুনাথ' পরিচালক- সত্যজিৎ রায় (১৯৭৯) সময়- ১১০মিঃ, সন্ধ্যা ৫টা ১০মিনিটে 'দেখা' পরিচালক- গৌতম ঘোষ (২০০০) সময় ১২০ মিনিটে, রাত্রি ৭টা ১৫মিনিটে 'শ্রাবণের ধারা' পরিচালক- অভিজিৎ গুহ, সুদেষ্ণা রায় (২০২০) সময় ১০৫মিনিট, ২৭ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় 'অভিযান' পরিচালক- সত্যজিৎ রায় (১৯৬২) সময় ১৫০ মিঃ, সন্ধ্যা ৬টায় 'আতঙ্ক' পরিচালক- তপন সিনহা (১৯৮৬) সময়- ১৩০মিঃ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

ভস্মীভূত হয়ে গেছে দোকানগুলি। বিজেপি তরফে দাবি করা হয়েছে তৃণমূলের হিংসার হাত থেকে রেহাই পান না একজন সাধারন অরাজনৈতিক খেটে খাওয়া মানুষও। তাঁর দোকানেও আগুন লাগায় তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করিমগঞ্জের বাজারিছড়ায় মাস্ক, করোনা কিট এবং কম্বল বিতরণ লায়ন্সের

বাজারিছড়া (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়িয় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে কম্বল এবং মাস্ক বিলি করেছে লায়ন্স ক্লাব।

করিমগঞ্জ জেলা লায়ন্স ক্লাব সেঞ্চুরিয়ান এবং বাজারিছড়া লায়ন্স ক্লাব সেঞ্চুরিয়ানের যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় নেতাজি সংঘ প্রাঙ্গণে এক সভার মাধ্যমে দুস্থদের মধ্যে মাস্ক ও কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, একশো কম্বল ও পাঁচশোরটি মাস্ক দুস্থদের হাতে তুলে দিয়েছেন লায়ন্সের কর্মকর্তারা। লায়ন্স ক্লাবের এই পদক্ষেপে এলাকার জনগণ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

অনুষ্ঠানের শেষে লায়ন্স ক্লাবের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ব্যানার বাজারিছড়া লায়ন্স ক্লাবের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে করিমগঞ্জ লায়ন্স ক্লাবের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নির্মল ভুরা, কল্যাণ পাল প্রমুখ। এদিকে বাজারিছড়া লায়ন্স ক্লাবের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি হৃষিকেশ নন্দি, সম্পাদক অমিতাভ দে, কোষাধ্যক্ষ টিকেন্দ্রজিত সিংহ, নাহোম মিশ্র, এএস উসমানি, সুরজ কানু, সন্দীপ কর পুরকায়স্থ, রিণ্টু বিশ্বাস, মণীষভূষন পাল, সুদীপ দেব, গোপাল রবিদাস প্রমুখ।

এদিন সভার শেষ পর্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন বক্তারা বলেন, করোনার দরুন ২০২০ সালটি গোটা বিশ্ববাসীর কাছে এক অপয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ সময় লায়ন্স ক্লাবের প্রতিটি কাজ বন্ধ ছিল। এবার খেকে চলতি আনলক পর্যায়ে লায়ন্স ক্লাব কোভিড প্রটোকল মেনে ফেরে নিজেদের সামাজিক কাজকর্ম শুরু করছে। প্রসঙ্গত, এই অনুষ্ঠানে মধুমেহ রোগে আক্রান্তদের মধ্যে বিনামূল্যে টেস্টিং কিটও বিতরণ করা হয়েছে।

বোলপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রোড শো ঘিরে সাজ সাজ রব

কলকাতা, ২০ডিসেম্বর (হি. স.): আজ বোলপুরে রোড শো করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গতকালই বিজেপিতে তাঁর নেতৃত্বে যোগদান করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। আজকের রোড শো থেকে তিনি কী বার্তা দেন স্বাভাবিকভাবেই সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

তবে রোড শো এর আগে এদিন বিশ্বভারতীর উপাচার্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আশ্রম চত্বর ঘুরে দেখবেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দিনের রোড শোতে থাকবেন না শুভেন্দু অধিকারী। আজ বাউল শিল্পী বাসুদেব দাস এর বাড়ি মধ্যাহ্নভোজের কথা অমিত শাহের। সকাল থেকেই দাস পরিবারে অতিথি আপ্যায়নেরজন্য সাজ সাজ রব। অতিথি আপ্যায়নের জন্য সকাল থেকেই চলছে প্রস্তুতি। সূত্রের খবর, আজ ভাত, মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, আলু পোস্ত, পালং শাকের তরকারি, চাটনি দিয়ে সাজানো হবে অমিত শাহের থালা। সঙ্গে থাকবে নলেন গুড়ের রসগোল্লা। এদিকে সকাল থেকেই কাঠের উনুনে চলছে রন্ধন যোগ্য। জানা গিয়েছে মাটির থালায় কলাপাতা সাজিয়ে খেতে দেয়া হবে অমিত শাহকে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপিতে যোগদানের পর এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলের চূড়ান্ত আলোড়ন চলছে। শুভেন্দু অধিকারীকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুধু তাই নয়, আরও বহু নেতা-নেত্রীর বিজেপিতে যোগদান করতে পারে, এমন ইঙ্গিত দিচ্ছে গেরুয়া শিবির। জানুয়ারি মাসেই আসতে পারেন অমিত শাহ বা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। সেই সময়ই তৃণমূলের বহু নেতা-নেত্রী যোগ দিতে পারে বিজেপিতে জানা গেছে এমনটা।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সামনে তৃণমূলের প্রতিবাদ

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি স): বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। অন্যদিকে রাজ্য সফরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার বোলপুর সফরে গিয়েছেন অমিত শাহ। কিছুদিন আগেই শান্তিনিকেতনে অমিত শাহর ছবির নিচে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছিল। আর সেই বিতর্ক উস্কে রবিবার বোলপুরে অমিত শাহর যাওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল তৃণমূল।

রবিবার বোলপুর এবং শান্তিনিকেতন সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কর্মসূচি ঘিরে সাজো সাজো রব ছিল বোলপুর জুড়ে। কিন্তু কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথের উপরে অমিত শাহের ছবি এমন পোস্টারকে কেন্দ্র করেই তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল শান্তিনিকেতনে। খোদ শান্তিনিকেতন চত্বরে এমন পোস্টার দেখে সাধারণ মানুষ এবং রবীন্দ্র অনুরাগীদের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এরই মাঝে রবিবার রাজ্য সফরের দ্বিতীয় দিনে একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে বোলপুরে গেলেন অমিত শাহ। কিন্তু তা ভালোভাবে নিচ্ছে না রাজ্যের শাসক দল। বোলপুরে অমিত শাহের ছবি বিতর্ক উস্কে দিয়ে এদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সামনে তৃণমূলের তরফে প্রতিবাদ দেখানো হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে নিচু দেখানো হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ঠাকুরবাড়ির সামনে জড়ো হয়েছেন একাধিক তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা।

বিজেপিতে যাওয়া নেতাদের নিয়ে মাথা ব্যথার কারণ নেই : ফিরহাদ

কলকাতা, ২০ডিসেম্বর (হি. স.): যারা বিজেপিতে যাচ্ছেন তাঁদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মাথা ব্যথার কোনও কারণ নেই।রবিবার এমনটাই জানালেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি তাঁর কথায়, 'শুভেন্দু অধিকারী সহ যে সাংসদ ও বিধায়করা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গেলেন, তারা মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন'।

তিনি বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর এর কোন নেতিবাচক প্রভাব আগামী নির্বাচনে পড়বে না'। মেদিনীপুরের জনসভায় শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, এতদিন তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে দলের সাংসদ, 'মন্ত্রিত্ব ভোগ করার পর তার দল সম্পর্কে অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই, তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের স্বার্থে কাজ করে, ব্যক্তিস্বার্থে নয়'।

আন্দোলন

● **প্রথম পাতার পর**

সোসাইটি স্থাপন করতে হবে।উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহাকুমায় বিন্দু লাল চাকমার খুনিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

নিহত বিন্দুলাল চাকমার পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য এবং পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দিতে হবে।এসব দাবি পূরণ না হলে ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা সামাজিক পরিষদ রাজ্যজুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে বলে জানানো হয়।আন্দোলনকারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আশা ব্যক্ত করে বলেন রাজ্য সরকার তাদের দাবির প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করবে বলে তারা মনে করেন।

আক্রান্ত ৫৯২

আটের পাতার পর

সুস্থ হয়ে উঠেছে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ০১৩। সক্রিয় আক্রান্ত ৬৮৮৮। নিহত ১৫১৩। বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪১৯৭০। উল্লেখ্য ৩৩ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হাজারের কম। মহারাষ্ট্র এবং কেরল বাদে যেসকল রাজ্যে করোনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে সেগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, ছত্রিশগড়। ভারতে ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে।

শ্রীনাথপুর

● **প্রথম পাতার পর**

পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে।বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও শ্রীনাথ পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে নানা দুর্নীতি হয়েছে। সরকার বদল এর পর আবারো দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয় শ্রীনাথ পুর গ্রাম পঞ্চায়েত।বাম আমলে যারা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল তারা সরকার পরিবর্তনের পর খোলস পাল্টিয়ে পুনরায় দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ি বলে অভিযোগ। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শ্রীনাথ পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ৬ টি আসন, সিপিআইএম পেয়েছিল পাঁচটি আসন এবং কংগ্রেস পেয়েছিল দুটো আসন। নির্বাচনের পর কংগ্রেস এবং সিপিআইএম মিলে পঞ্চায়েত গঠন করেছিল। পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছিল সিপিআইএম দলের।পঞ্চায়েত প্রধান দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ায় কংগ্রেসের সদস্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে অনাস্থা আনে। প্রধান পদ খারিজ হয়ে যাওয়ার পর সিপিএম এবং বিজেপি মিলে পুনরায় পঞ্চায়েত দখল করে।তারাও পঞ্চায়েতে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।প্রকৃতপক্ষে বড়নগর ব্লকের শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হলে রাঘব-বোয়ালরা অনাহাসে ধরা পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রধানমন্ত্রী

আটের পাতার পর

গিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। শ্রী গুরু তেগ বাহাদুরের করুণায় আমি অনুপ্রাণিত। গুরু তেগ বাহাদুরের আদর্শকে উদযাপন করতে হবে। আমাদের সরকারের আমলে গুরু সাহেবের ৪০০ তম প্রকাশ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। " উল্লেখ করা যেতে পারে এ দিন হলুদ রঙের পাঞ্জাবি এবং গেরুয়া জহর কোট পরে এখানে আসেন। এখানে এসে তিনি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী।

স্কুলছাত্র

● **প্রথম পাতার পর**

যাতায়াত করছিল।সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের পাল্টা অভিযোগ তারা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পেরে এলাকায় বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের ওপর হামলা এবং হেনস্তা করে চলেছে।এ ধরনের কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

শান্তিনিকেতন : বিক্ষোভের আশঙ্কা দুই ছাত্র গৃহবন্দী

শান্তিনিকেতন, ২০ডিসেম্বর(হি.স.): অমিতের আসার দিনে সম্ভাবনা ছিল ছাত্র বিক্ষোভেরও। তাই কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে বিশ্বভারতীর 'ছাত্র-ছাত্রী ঐক্য' সংগঠনের দুই নেতাকে গৃহবন্দি করা হল। শনিবার গভীর রাতে রাত থেকেই তাঁদের গৃহবন্দি করা হয়েছে। ছাত্র নেতাদের নাম ফাল্গুনী পান ও সোমনাথ সাউ।

অমিত শাহ ও বিজেপিকে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিয়ে ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ আজীবন ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিরোধী ছিলেন, সেই কারণেই তাঁর প্রতিষ্ঠানে অমিতের আগমনের বিরোধিতা করা হচ্ছে। ছাত্ররা অভিযোগ করেছেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও। তিনি প্রতিষ্ঠানের গেরুয়াকরণ করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ সংগঠনের।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বোলপুর সফর শেষ না হওয়ার পর্যন্ত তাঁরা গৃহবন্দী থাকবেন। বিশ্বভারতীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সফর বাতিলের দাবিতে কয়েক দিন ধরেই বিক্ষোভ চলছে। বাম ছাত্র সংগঠনগুলি প্রথম থেকে এই সফরের বিরোধিতা করে এসেছে। সফর বাতিলের দাবিতে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকেও 'ছাত্রছাত্রী ঐক্য'-র ব্যানারে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

গৃহবন্দি ফাল্গুনী পান এই সময় কে বলেন, 'আমি ফাল্গুনী পান। বিশ্বভারতীর বর্তমান ছাত্র। বিশ্বভারতী ছাত্রছাত্রী ঐক্যের প্রতিনিধি। আমাকে বর্তমানে বাড়িতে আরেস্ট করে রাখা হয়েছে'রবীন্দ্রনাথ আজীবনকাল ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধাচারন করে গেছেন। শান্তিনিকেতনে অমিত শাহের আসা সমস্ত শান্তিনিকেতনকে কলঙ্কিত করবে। বিশ্বভারতীর গেরুয়াকরণের প্রক্রিয়া বেশ অনেকদিন থেকেই শুরু হয়েছিল কাল সেটা একপ্রকার সম্পূর্ণ হবে। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বিজেপির ক্যাডার বিশ্বভারতীর বুকে গেরুয়াকরণের প্রক্রিয়াকে নেতৃত্ব দিচ্ছে সে। '

শনিবার বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের গেটে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ ও উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। পোড়ানো হয় বিজেপির দলীয় পতাকা। এর পরেই বিশ্বভারতীর ২ বাম ছাত্র নেতার বাড়ির সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র এই দু''জন। অমিত শাহর সফরে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারেন এই আশঙ্কায় তাঁদের গৃহবন্দী করা হয়েছে। সফর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পুলিশি নজরদারির মধ্যেই থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও, অন্য বেশ কিছু বাম ছাত্র নেতার উপর নজর রাখছে গোয়েন্দারা।গৃহবন্দি বিশ্বভারতীর এসএফআই নেতা সোমনাথ সৌ জানিয়েছেন, ''''প্রথম থেকেই আমরা বিশ্বভারতীতে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের নায়ক অমিত শাহের আগমনের বিরোধিতা করছি। শনিবার বিকেলে মিছিল করেছি।

ছাত্রছাত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

রাজ্য সরকারের নজরে আনেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবেন।উল্লেখ্য কোন কলেজ কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নামা কারণ কোন ব্যক্তির নামে করতে হলে এ বিষয়ে মন্ত্রিসভার কিংবা বিধানসভা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে মন্ত্রি মেবার কুমার জমাতিয়া জানিয়েছেন।

কো-অর্ডিনেটর

পাচের পাতার পর

তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন লক্ষ্মীবাজার-সাদারাশি এলাকার জেলা পরিষদ সদস্যাও। তাঁর উপর আস্থা রেখে দল যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে, এর জন্য তিনি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতরাজ গঠনের দলীয় প্রদেশ চেয়ারম্যান দিলীপ কুমার শর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র শাহাদত আহমেদ চৌধুরী, শহর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি তাপসকান্তি পুরকায়স্থ, উত্তম মজুমদার, প্রদীপ কুরি, রাজা দত্ত বণিক প্রমুখ নতুন দায়িত্ব পাওয়ার জন্য আব্দুস সাত্তারকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি তাঁকে দলীয় কাজে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

করিমগঞ্জ শাখা

পাচের পাতার পর

সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্দোলনে শহিদ কৃষকদের সম্মানে করিমগঞ্জেও শহিদ দিবস পালন করা হচ্ছে বলে জানান কৃষক নেতা কালিকুমার দে। শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন সিপিআই (এম)-এর জেলা সম্পাদক ধর্মদাস চক্রবর্তী, রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলির অন্যতম সদস্য নির্মল দে, জেলা সম্পাদক মণ্ডলির সদস্য তরুণ গুহ, অরুণ দত্ত এবং সিআইটিইউ-এর জেলা সভাপতি পরিতোষ দাশগুপ্ত ও সারা ভারত কৃষক সভার জেলা কমিটির সদস্যরা।

মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

পাঠক্রম চালু হয়েছে। পূর্ত দপ্তরেও কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ত দপ্তর এবং এন এইচ আই ডি সি এল মিলে আগামী ৫-৬ বছরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করা হবে। সাবমে মৈত্রি সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুবিধা নেওয়া যাবে। তাছাড়াও সাব্রুমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন, লজিস্টিক হাব, আই সি পি ইত্যাদি গড়ে উঠলে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হবে এ রাজ্যে। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে সাংবাদিকগণও এর অংশীদার। কাজের মাধ্যমে তাদেরকেও শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার কাজে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি ঘোষণা দেন সাংবাদিকদের জন্য আয়ুষ্মান ত্রিপুরা যোজনার সুবিধা প্রদান করা হবে। তাতে, ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ ওই যোজনা থেকে উপকার পাবেন তারা। পাশাপাশি তিনি আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল সাংবাদিকদের পরিবারকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য ভর্তুকি-তে ঋণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, একবছর এই সম্মেলনের মঞ্চে কতজন সাংবাদিকের পরিবার স্বনির্ভর হয়েছেন সেই খোঁজ নেবেন বোপলী জানিয়েছেন।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক তথা ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্রোটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটির সদস্য প্রণব সরকার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সংবাদ মাধ্যমের প্রতি সর্বদাই আন্তরিক। রাজ্যে দ'জন সাংবাদিক হত্যার সময়ও তিনি জিবি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। আই এল এস হাসপাতালে একজন সাংবাদিক মারা যাওয়ার পর চিকিৎসার বিল পরিশোধ করতে না পারার জন্য তার দেহ আটকে রাখা হয়েছিল। সেদিন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীই এই বিল পরিশোধ করে ঐ সাংবাদিকের পরিবারের হাতে তার দেহ তুলে দিয়েছিলেন। সাংবাদিকদের অবসরকালীন পেনশন এক হাজার থেকে বাড়িয়ে দশ হাজার টাকা করেছে বর্তমান সরকার। সাংবাদিকদের জ্যাকেট দেওয়া হয়েছে। মহকুমার সাংবাদিকদেরকেও অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক চ্যানেল ও ওয়েব মিডিয়ার সাংবাদিকদেরকেও এর আওতায় আনা হয়েছে। সাংবাদিকদের স্বার্থে যখন যা চাওয়া হচ্ছে বর্তমান সরকার তা পূরণে সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছেন। সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমা করে দেওয়ার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের স্বার্থে যতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, অতীতে কখনও তা করা হয়নি। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন, জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস, ভূপেন দত্ত ভৌমিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল, সাংবাদিক জয়ন্ত ভট্টাচার্যী, নর্থ-ইস্ট কালার পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জিব দেব প্রমুখ। ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্রোটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটির আহ্বায়ক সেবক ভট্টাচার্যী বলেন, রাজ্যের সাংবাদিকদের সার্বিক স্বার্থে কাজ করবে এই ফোরাম। এদিনের সম্মেলনের প্রথমার্ধে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরাও আলোচনা করেন এবং সাংবাদিকদের স্বার্থে বিভিন্ন দাবি জানান।

উত্তেজনা

● **প্রথম পাতার পর**

ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই খয়ের পুর বিধানসভা এলাকায় ব্যাপক হারে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।এলাকার মানুষজন যখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছেন তখনই তারা এধরনের কাপুরুষিত হামলা সংগঠিত করে চলেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।এভাবে হামলা সংগঠিত করে বিরোধী দল সিপিআইএমকে কোনভাবেই আটকানো যাবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে আইনের শাসন যে পুরোপুরি ভেঙ্গে পরেছে এ ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়েই তার প্রমাণ হয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।এই হামলার ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আরক্ষা প্রশাসনের কাছে তিনি জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, এদিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন। শ্রী ভট্টাচার্য্য বলেছেন, এদিন সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র করের বাড়িতে যে বৈঠক হয়েছে তাতে শুধুমাত্র ওই এলাকার ক্যাডাররাই উপস্থিত ছিলেন না। রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকেও সিপিএম ক্যাডাররা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক থেকে বেরিয়ে গিয়েছে স্থানীয় বিজেপি কার্যকর্তারা বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা হয়। তাছাড়া এই হামলার খবর পিয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপি কর্মীরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছার চেষ্টা করেছিলেন তখন তাদেরকে ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই রাস্তায় ব্যাপকভাবে মারধর করা হয়েছে। তাতে সাতজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে তিনজন জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অন্যদিরে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নবেন্দু ভট্টাচার্য্য বলেন, এদিনের ঘটনা পুরোপুরি পূর্ব পরিকল্পিত। অবিলম্বে এদিনের হামলার ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিজেপি দলের তরফ থেকে দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে তারা যেন কোন ধরনের প্ররোচনার ফাঁদে পা না দেন এবং এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন।

অমিত শাহ

আটের পাতার পর

চলে আসার পর এ বিষয়ে বাকী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।" তিন পুলিশ আধিকারিকের বদলি নিয়ে রাজ্যর বিরোধিতা সম্পর্কে বলেন, "যা করা হয়েছে তাতে সংবিধান বা আইনের কোন লঙ্ঘন হয়নি। মমতা ব্যানারজি যদি মনে করেন তাহলে নিয়ম উল্লেখ করে কেন্দ্রকে জানান কোথায় নিয়ম ভাঙ্গা হয়েছে।" বিভিন্ন দল থেকে থেকে যারা বিজেপিতে আসছে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে আইন অনুযায়ী যা হওয়ার তাই হবে। নারদা কান্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিজেপি তে যোগ দিলেই কেউ আইনের উরদ্ধে উঠে যাবেন না।" বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "বিজেপি তে ভাইপোবাদ বা পরিবারবাদ নেই।"

রাজনৈতিক মহলের মতে দিনের প্রথম ভাগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শাহ এই বার্তা দিলেন যে রবীন্দ্রনাথ বা স্থানীয় সংস্কৃতি নিয়ে তাদের আগ্রহ বা শ্রদ্ধা কিছু কম নয়। শান্তিনিকেতনে কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা না দিয়ে তিনি হয়তো বোঝালেন, ক্ষমতায় এলে সর্ব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিজেপি করবে না। একজন বাউলের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করে তিনি বোঝালেন — তারা জাতপাতে বিশ্বাস করেন না। আবার পদযাত্রায় অংশ নিয়ে তার প্রতিক্রিয়া ছিল — বিজেপি এবার অনেক শক্তি নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে।

শাহ্র সাত ঘন্টার সফরে কোথাও এতটুকু তাল কাটেনি , বিরোধিতার ছিটেফোঁটা ছিল না। সারা বোলপুর বিজেপির গেরুয়া পতাকা ফেস্টুনে ঢাকা পড়ে যায়। তবে এদিনের শাহর সফর শেষে তৃণমূলের ডাকাবুকো নেতা জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল বলেন, "বিশ্ব ভারতীকে বিজেপি র কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।'

MEMORANDUM

Taxes Organization is going to organize training on Goods and Service Tax through webinar which is scheduled as below :-

Sl. No.	Webinar Topic	Date & Time	Link for webinar
1.	GST Registration	21.12.2020 05.00 PM	meet.google.com/aby-wyfj.fxw
2.	GST Refund	22.12.2020 05.00 PM	
3.	TDS under GST	23.12.2020 05.00 PM	
4.	GST Return	24.12.2020 05.00 PM	
5.	Input Tax Credit (ITC) on GST	28.12.2020 05.00 PM	
6.	Composition Scheme on GST	29.12.2020 05.00 PM	
7.	Audit Assessment	30.12.2020 05.00 PM	

All GST taxpayers are requested to attend the said training by using the aforesaid link

(Dr. Vishal Kumar, IAS)
Chief Commissioner of State Tax Government of Tripura.

ICA/D-1108/2020-21

ক্রীড়াঙ্গন

রামোসের গোলে শিরোপার পথে রিয়ালের আরেক ধাপ

গত দুই আসরের মতো এবারও আথলেতিক বিলবাওয়ের মাঠে পয়েন্ট হারাতে বসেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দিলেন সের্হিও রামোস। তার সফল স্পট কিকে লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল জিনেদিন জিদানের দল।সান মামেসে রোববার স্থানীয় সময় দুপুরে শু হওয়া ম্যাচে ১-০ গোলে জেতে মাদ্রিদের দলটি। দারুণ জয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে ৭ পয়েন্টে পেছনে ফেলল স্পেনের সফলতম দলটি।৩৪ ম্যাচে ২৩ জয় ও আট ড্রয়ে রিয়ালের পয়েন্ট হলো ৭৭। এক ম্যাচ কম খেলা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭০। অবশ্য রোববার রাতেই ভিয়ারিয়ালের মাঠে জিতে ব্যবধান কমানোর সুযোগ আছে গত দুইবারের চ্যাম্পিয়নদের।গেতাফে ম্যাচের মাত্র ৬২ ঘণ্টা পর খেলতে নেমে ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পায় রিয়াল। মার্কো আনেসিওর ফ্রি-কিক গোলরক্ষক ঝাঁপিয়ে ফেরানোর পর আলগা বল ডান দিকে পেয়ে গোলমুখে অরক্ষিত করিম বেনজেমাকে ক্রস দেন দানি কারভাহাল। কিন্তু বল একটু উঁচুতে থাকায় ঠিকমতো হেড করতে পারেননি ফরাসি ফরোয়ার্ড।দুই মিনিট পর রিয়ালের রক্ষণে ভীতি ছড়ান ইনাকি উইলিয়ামস। ছুটে এসে তার শট প্রতিহত করেন মার্সেলো। ষোড়শ মিনিটে রাউল গার্সিয়ার হেড ঠেকিয়ে জাল অক্ষত রাখেন রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া।প্রথম ৩০ মিনিটের রোমাঞ্চকর ফুটবল 'কুলিং ব্রেক' এর পর গতি হারায়। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে বেনজেমা আরেকটি সুযোগ পেয়েছিলেন বটে; তবে আসেনসিওর ক্রসে লাফিয়েও ঠিকমতো হেড করতে পারেননি তিনি।দ্বিতীয়ার্ধেও অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ ধরে রাখে রিয়াল। তবে তাদের আক্রমণে ছিল না তেমন ধার। অবশেষে ৭৩তম মিনিটে স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন রামোস। ডি-বক্সে মার্সেলো ফাউলের শিকার হলে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি।লিগে শেষ ১২ ম্যাচে রামোসের এটি সপ্তম গোল।

আসরে রিয়ালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল হলো ১০টি। লা লিগায় এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডারে মোট গোল হলো রেকর্ড ৭১টি।৮৮তম মিনিটে সব অনিশ্চয়তার ইতি টানতে পারতেন বেনজেমা। তবে ভিনিসিউস জুনিয়রের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে তার নেওয়া শট পা বাড়িয়ে রুখে দেন উনাই সিমোন।যোগ করা সময়ে কর্নারে রিয়ালের রক্ষণে ভীতি ছড়ায় বিলবাও। শেষ পর্যন্ত গোলের উদ্দেশ্যে শটই নিতে পারেনি তারা। বিলবাওয়ের মাঠে জয় খরা কাটানোর পাশাপাশি শিরোপার সুবাস নিয়ে মাঠ ছাড়ে জিদানের দল।এর আগে এই মাঠে সবশেষ জিতেছিল ২০১৭ সালের মার্চে; ২-১ গোলে। সেবারই শেষ লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। গত আসরে ১-১ ও তার আগের বার গোলশূন্য ড্র করে ফিরেছিল মাদ্রিদের দলটি।

দিবালাকে রোনালদোর পাশে খেলার পরামর্শ সাররির

ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো ও পাওলো দিবালাকে একসঙ্গে খেলানো বেশ 'কঠিন' বলে কদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন ইউভেন্তুস কোচ। ছোট্ট একটা পরিবর্তন এনে সেই দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত করেছেন কোচ মাওরিসিও সাররি। দিবালাকে দিয়েছেন রোনালদোর কাছাকাছি খেলার পরামর্শ, মাঠে যার ফলও মিলতে শুরু করেছে।কোচের পরামর্শ মেনে দিবালা যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছেন নতুনভাবে। টানা পাঁচ ম্যাচে পেয়েছেন গোলের দেখা। ইতালিয়ান সেরি আয় শনিবার ইউভেন্তুসের ৪-১ গোলে জেতা ম্যাচের প্রথম গোলটি ছিল তার।তোরিনোর বিপক্ষে ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় স্কাই স্পোর্ত ইতালিয়াকে মাঠে দিবালার নতুন ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন সাররি।"দিবালার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দারুণতার সামর্থ্য নিয়ে কখনও আমার মনে দ্বিধা ছিল না। গত মৌসুমে সে ছিল কিছুটা দুর্ভাগা। আমি সবসময় তাকে বলি কিভাবে তার অনুশীলন করা ও খেলা উচিত। একইভাবে সেও আমাকে তার ভাবনাগুলো জানায়।"

"তার উচিত রোনালদোর আরও কাছাকাছি খেলা এবং বলের জন্য খুব বেশি নিচে না নামা, আর এই বিষয়টা তাকে আমি বোঝাতে পেরেছি বলে মনে হয়।"সাম্প্রতিক সময়ে দুজনের জুটি জমে উঠেছে বেশ। করোনাভাইরাস বিরতির পর দলের চার ম্যাচেই দুজনে পেয়েছেন গোলের দেখা। গত মৌসুমে ১০ গোল করা দিবালা এখন পর্যন্ত এবারের লিগে করেছেন ১১ গোল। আর রোনালদো আসরে করেছেন ২৫ গোল।দুই ফরোয়ার্ডের নৈপুণ্যে টানা নবম লিগ জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে ইউভেন্তুস। ৩০ ম্যাচে ২৪ জয় ও তিন ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৭৫। ৭ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে লাৎসিও।

দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে রোনালদোর 'স্বস্তি'

গোল তিনি নিয়মিতই করেন। অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর 'নতুন রূপে' শুরু হওয়া লিগে যেমন চার ম্যাচের সবকটিতেই পেয়েছেন জালের দেখা। তারপরও জেনোয়ার বিপক্ষে করা গোলটি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর কাছে বিশেষ কিছু। দীর্ঘ দিন পর সরাসরি ফ্রি-কিকে যে পেলেন গোলের দেখা। দারুণ গোলটি করার পর ইউভেন্তুস তারকার অভিব্যক্তি ছিল নাকি অনেকটা এরকম, অবশেষে মিলল!ম্যাচ শেষে রোনালদো নিজেও জানান, গোলটি তার জন্য বড় বেশি দরকার ছিল।সেরি আয় শনিবার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী তোরিনোর বিপক্ষে ইউভেন্তুসের ৪-১ গোলে জেতা ম্যাচের ৬১তম মিনিটে বাঁকানো ফ্রি-কিকে রক্ষণ প্রাচীরের ওপর দিয়ে গোলটি করেন রোনালদো। ইএসপিএনের তথ্যমতে, সব প্রতিযোগিতা মিলে আগের ৪২টি ফ্রি-কিকে ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে জালের দেখা পেলেন ৩৫ বছর বয়সী এই তারকা। ইতালিয়ান ক্লাবটির জার্সিতে যা প্রথম।সব মিলে ক্লাব ক্যারিয়ারে তার ফ্রি-কিক থেকে গোল হলো ৪৬টি; রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ৩২টি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ১৩টি।গোলটি করতে পেরে রোনালদো যে একই সঙ্গে ভীষণ খুশি হয়েছেন ও স্বস্তি পেয়েছেন, তা ফুটে উঠল ম্যাচ শেষে কোচ মাওরিসিও সাররির কথায়।"সত্যি বলতে, আমি কখনও ভাবিনি বিষয়টা (ফ্রি-কিক থেকে গোল করতে না পারা) তাকে অস্বস্তিতে রেখেছিল। কিন্তু ম্যাচ শেষে সে বলে ওঠে: অবশেষে হলো।"প্রায় দুই বছর লেগে থাকার পর ফ্রি-কিকে আবারও গোল পেয়ে উচ্ছ্বসিত রোনালদো। ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচের শেষ দিকে ফ্রি-কিকে হ্যাটট্রিকে পূরণ করেছিলেন তিনি, দলকে এনে দিয়েছিলেন মূল্যবান ১ পয়েন্ট। শনিবারের আগে সেটিই ছিল তার শেষ ফ্রি-কিকে গোল।"আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার জন্য ফ্রি-কিকে গোল পাওয়ার প্রয়োজন ছিল আমার।"চলতি আসরে এটি ছিল তার ২৫তম গোল। ১৯৬১ সালের পর ইউভেন্তুসের প্রথম কোনো খেলোয়াড় হিসেবে মৌসুমে ২৫ গোল করলেন রোনালদো।এবারের লিগে তার চেয়ে বেশি গোল কেবল লাৎসিওর চিরো ইম্মোবিলের, ২৯টি।শনিবারের শেষ ম্যাচে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইম্মোবিলের দল ঘরের মাঠে এসি মিলানের কাছে ৩-০ গোলে হেরে গেছে। তাদের এই পরাজয়ে টানা নবম লিগ শিরোপার পথে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে ইউভেন্তুস।

জার্মান কাপের মুকুট ধরে রাখল বায়ার্ন

দুর্দান্ত পথচলায় অনন্য কীর্তি গড়লেন রবের্ত লেভানদোভস্কি। দল পেল আরেকটি শিরোপার স্বাদ। বায়ার লেভারকুজেনকে হারিয়ে জার্মান কাপের মুকুট ধরে রাখলো বায়ার্ন মিউনিখ।বার্লিনে শনিবারের শিরোপা লড়াইয়ে ৪-২ গোলে জিতেছে হান্স ফ্লিকের দল। দাভিদ আলাবার গোলে বায়ার্ন এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সের্গে জিনাব্রি। দ্বিতীয়ার্ধে দলের বাকি দুই গোল করেন লেভানদোভস্কি। লেভারকুজেনের গোল দুটি করেন সভেন বেনডার ও কাই হাভার্টস।জার্মানির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিযোগিতায় টানা দ্বিতীয় ও রেকর্ড ২০তম বার চ্যাম্পিয়ন হলো বায়ার্ন। আর কদিন আগে টানা অষ্টমবারের মতো বুন্ডেসলিগার শিরোপা ঘরে তুলেছে দলটি।বল দখলের পাশাপাশি আক্রমণেও আধিপত্য করা বায়ার্ন ম্যাচের ষোড়শ মিনিটে এগিয়ে যায়। ডি-বক্সের ঠিক বাইরে থেকে দারুণ ফ্রি-কিকে পোস্ট ঘেঁষে ঠিকানা খুঁজে নেন অস্ট্রিয়ার ডিফেন্ডার আলাবা।২৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জিনাব্রি। জসুয়া কিমিচের থ্রু পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন জার্মান এই মিডফিল্ডার। লেভানদোভস্কি তার রেকর্ড গড়া গোলের দেখা পান ৫৯তম মিনিটে। প্রথম ছোঁয়ায় বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে জোরালো শট নেন পোলিশ এই স্ট্রাইকার। সোজাসুজি বল ধরতে গিয়ে তালগোল পাকান গোলরক্ষক লুকাস হারাডেটসকি। বল গড়িয়ে গোললাইন পেরিয়ে যায়। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি জার্মান কাপ ফাইনালে গোল করার কীর্তি গড়েন লেভানদোভস্কি।৬৩তম মিনিটে দারুণ হেডে ব্যবধান কমান জার্মান ডিফেন্ডার বেনডার। ৮৯তম মিনিটে ইভান পেরিসিচের পাস পেয়ে দারুণ টোকায় গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন লেভান দোভস্কি। ২০১৯-২০ মৌসুমে এটি তার ৫১তম গোল, মাত্র ৪৪ ম্যাচে। জার্মান কাপের ফাইনালে তার গোলের রেকর্ড বেড়ে হলো ৮।পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে স্পট কিকে স্কোরলাইন ৪-২ করেন জার্মান মিডফিল্ডার কাই হাভার্টস।ট্রেবল জয়ের মিশনে বায়ার্নের পরবর্তী লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় শেষ ষোলোর প্রথম লেগে চেলসির মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছিল মিউনিখের দলটি।

দিবালা-রোনালদোর নৈপুণ্যে শিরোপার পথে ইউভেন্তুস

তৃতীয় মিনিটেই দলকে এগিয়ে নিলেন পাওলো দিবালা। হুয়ান কুয়াদরাদোকে দিয়ে গোল করানোর পর দুর্দান্ত ফ্রি-কিকে লক্ষ্যভেদের আনন্দে ডানা মেললেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোও। তোরিনোকে সহজে হারিয়ে সেরি আর মুকুট ধরে রাখার পথে আরেকটু এগিয়ে গেল ইউভেন্তুস।ইতালিয়ান সেরি আয় শনিবার ৪-১ গোলে জেতা ইউভেন্তুস ৩০ ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। চলতি লিগে এ নিয়ে ২৪তম জয় পেল মাওরিসিও সাররির দল।গত নভেম্বরে লিগের প্রথম পর্বের ম্যাচে তোরিনোর মাঠ থেকে ১-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছিল ইউভেন্তুস।নিজেদের মাঠে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় ইউভেন্তুস। কুয়াদরাদোর থ্রু পাস ধরে পায়ের কারিকুরিতে ডিফেন্ডারদের ছিটকে দিয়ে বাঁ পায়ে শট নেন দিবালা। একজনের পা ছুঁয়ে বল দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেয়। লিগে এই নিয়ে টানা পঞ্চম ম্যাচে গোল পেলেন তিনি। লিগে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের এটি ১১তম গোল। দ্বাদশ মিনিটে রদ্রিগো বেন্তাকুরের হেড, একটু পর রোনালদো ও দানিলোর শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়নি। অষ্টাদশ মিনিটে রোনালদো গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে নষ্ট করেন আরেকটি সুযোগ।২৯তম মিনিটে বল নিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে নিজে শট না নিয়ে ছোট করে কুয়াদরাদোকে বাড়ান রোনালদো। এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে কোনাকুনি শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কলম্বিয়ার এই মিডফিল্ডার।প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে স্পট কিক থেকে তোরিনোকে ম্যাচে ফেরান আন্দ্রেয়া বেলোত্তি। বলের লাইনে ঝাঁপিয়ে আটকাতে পারেননি সেরি আয় রেকর্ড ম্যাচ খেলতে নামা জানলুইজি বুফন। সিমোন ভার্ডির শট ডি-বক্সে মাটাইস ডি লিখটের হাতে লাগলে ভিএআর দেখে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি।৬১তম মিনিটে বাঁকানো ফ্রি-কিকে রক্ষণ প্রাচীরের ওপর দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন রোনালদো। টানা চার ম্যাচে গোল পেলেন এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।

আসরে এটি তার ২৫তম গোল। ২৯ গোল করে তার সামনে আছেন কেবল লাৎসিওর চিরো ইম্মোবিলে।

দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে দগলাস কস্তার ক্রস বিপদমুক্ত করতে গিয়ে জিজি নিজেদের জালে বল জড়ালে তোরিনোর বড় ব্যবধানের হার নিশ্চিত হয়ে যায়।

লিভারপুলকে উড়িয়ে দিল সিটি

প্রিমিয়ার লিগের সাবেক আর বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের লড়াইয়ে পাত্তাই পেল না লিভারপুল। কদিন আগে শিরোপা জিতে নেওয়া দলটিকে ঘরের মাঠে উড়িয়ে দিল ম্যানচেস্টার সিটি।ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ৪-০ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। কেভিন ডে-ব্রুইনে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাহিম স্টার্লিং। প্রথমার্ধের শেষ দিকে জালের দেখা পান ফিল ফোডেন। অন্য গোলটি আত্মঘাতী।ম্যাচের আগে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলকে 'গার্ড অব অনার' দেয় গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন সিটি। আর মাঠে দেয় শিরোপা হারিয়ে তারা কতটা তেতে আছে, এর প্রমাণ।আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে শুরুতেই জমে যায় ম্যাচ। পঞ্চম মিনিটে দুটি চমৎকার সেভে সিটির ত্রাতা এদেরসন। মোহামেদ সালাহর শট ফিরিয়ে দেওয়ার পর ব্যর্থ করে দেন রবের্তো ফিরমিনোর ফিরতি শট।শুরু থেকে ব্যস্ত সময় কাটে দুই গোলরক্ষকের। ডিফেন্ডারদের ওপর দিয়ে যেন বয়ে যায় ঝড়। ২০তম মিনিটে সালাহর শট ফেরে পোস্টে লেগে। একটুর জন্য ফিরতি বলের নাগাল পাননি সাদিও মানে।২৫তম মিনিটে সফল স্পট কিকে সিটিকে এগিয়ে নেন ডে-ব্রুইনে।

আর্সেনালের টানা তৃতীয় জয়

উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল আর্সেনাল। ঘরের মাঠে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা জটিল হয়ে গেল উলভারহ্যাম্পটনের।প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে শনিবার ২-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। বুকায়ো সাকা প্রথমার্ধে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলেকসঁদ লাকাজেত। লিগে দুই দলের আগের লড়াই শেষ হয়েছিল ১-১ সমতায়।কোনো দলই আক্রমণে সুবিধা করতে পারছিল না। প্রতিপক্ষের রক্ষণে গিয়ে ভুগছিলেন ফরোয়ার্ডরা। আক্রমণে এগিয়ে ছিল আর্সেনাল। ৩৫তম মিনিটে প্রায় এগিয়েই যাচ্ছিল তারা। এডি এনকেটিয়ার শট গোলকিপার রুই পত্রিসিওর হাত ছুঁয়ে পোস্টে লেগে ফিরে।গোলের জন্য আর্সেনালের অপেক্ষা ফুরায় ৪৩তম মিনিটে। কিয়েরন টিয়ারনির কাছ থেকে বল পেয়ে জাল খুঁজে নেন ১৮ বছর বয়সী সাকা।দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালকে চেপে ধরে উলভারহ্যাম্পটন। ৬৩তম মিনিটে বিপজ্জনক জায়গা থেকে একটুর জন্য বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি রাউল হিমেনেস। দুই মিনিট পর আডামা ট্রাউরের শট এগিয়ে এসে ব্যর্থ করে দেন আর্সেনাল গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস।আক্রমণের ঝাপটা সামাল দিয়ে ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আর্সেনাল। ৮৬তম মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করে সফরকারীরা। জো উইলকের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন ফরাসি ফরোয়ার্ড লাকাজেত।দুই মিনিট পর পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াংয়ের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে ব্যবধান বড় হতে দেননি রুবেন নেভেস। টানা তৃতীয় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল।এই জয়ে ৩৩ ম্যাচে ১২ জয় ও ১৩ ড্রয়ে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে উঠে এসেছে আর্তেতার দল। সমান ম্যাচে সপ্তম হারের তেতো স্বাদ পাওয়া উলভারহ্যাম্পটন ৫২ পয়েন্ট নিয়ে আছে ছয় নম্বরেই।দিনের আরেক ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসকে ৩-০ গোলে হারানো লেস্টার সিটি ৩৩ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে। বোর্নমাউথকে ৫-২ গোলে হারিয়ে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে উঠে এসেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।আগেই শিরোপা নিশ্চিত করা লিভারপুলের পয়েন্ট ৩২ ম্যাচে ৮৬। ২০ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে ম্যানচেস্টার সিটি।

জাগরণ 21 December, 2020, Monday আগরতলা ২১ ডিসেম্বর, ২০২০ ইং, ■ ৪ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সংবাদপত্রের সমৃদ্ধ ইতিহাস হারিয়ে যাচ্ছে, সেটা বাঁচিয়ে রাখা খুবই প্রয়োজন : জাগরণ সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। সংবাদপত্রের সমৃদ্ধ ইতিহাস আজ হারিয়ে যাচ্ছে। সেই ইতিহাস বাঁচিয়ে রাখা খুবই প্রয়োজন। রবিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটির প্রথম রাজ্য সম্মেলনে এই আবেদন রেখেছেন জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস। তাঁর কথায়, নবীন প্রজন্মের সেই ইতিহাস জানা খুবই জরুরি।

প্রচন্ড শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও ফোরামের ডাকে সাড়া দিয়ে জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস এদিন রাজ্য সম্মেলনে অংশ নেন। এদিন তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের সফলতা এবং ব্যর্থতা উভয় বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন। সাথে সরকারের সাফল্যের প্রচারে দুর্বলতা রয়েছে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, সরকারের সাফল্যের প্রচারে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সেই ভূমিকা পালনে যথেষ্ট দুর্বলতার প্রমান মিলছে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরার সংবাদপত্রের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু, আজ সেই ইতিহাস হারিয়ে যাচ্ছে। অতীত দিনের স্মৃতি মনে করে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বহু প্রতিথযশা সাংবাদিক নিজেদের কাজের মাধ্যমে স্বর্ণালী ছাপ রেখে গেছেন। ননীগোপাল দে, খগেন্দ্র

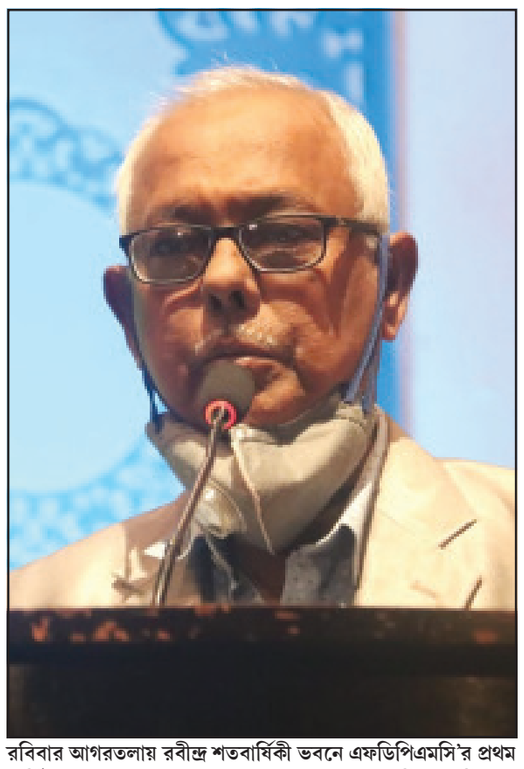

রবিবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এফডিপিএমসি'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস।

নাথ চক্রবর্তী প্রমুখরা সংবাদপত্র পরিচালনা করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। না খেয়ে খালি পেটে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন। তাঁরা নমস্য ব্যক্তি। তাঁদের লেখার মুন্সিয়ানা আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি আবেদন রাখেন, ত্রিপুরার সংবাদপত্রের ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নতুন প্রজন্মের সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ অজানা।

তাঁদের সে সম্পর্কে জানাতে হবে। তাতে, প্রয়োজনে সরকারের সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে।আজ জাগরণ সম্পাদক সাংবাদিকতায় এবং সংবাদ মাধ্যম পরিচালনায় ত্যাগ ও আদর্শে অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, কঠিন তপস্যা এবং ত্যাগের বিনিময়ে সাংবাদিকতা সম্ভব হবে। তেমনি, আদর্শ ছাড়া সাংবাদিকতা কিংবা সংবাদ মাধ্যম পরিচালনা সম্ভব হবে না। এ-বিষয়ে তিনি অতীত দিনের স্মৃতি মনে করে বলেন, সংবাদমাধ্যম আক্রান্তের ঘটনা নতুন নয়। সরকারের শোষণের শিকার অতীতেও হয়েছে সংবাদমাধ্যম। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট আমলে আমি নিজে আক্রান্ত হয়েছি।

আমার অফিস-বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু, তখন সকলে মিলে আমরা তা প্রতিরোধ করেছি। প্রতিবাদী হয়েছি।

তাঁর কথায়, তখন তা সম্ভব হয়েছে কারণ সকলের মধ্যে ঐক্য ছিল। কিন্তু, এখন ঐক্যের চাইতে ব্যক্তিস্বার্থ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ত্যাগ ও স্বার্থ একসাথে সম্ভব নয়। তেমনি, একসময় যাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছি আজ তাদের গলায় গলা মিলিয়ে চলার মতো দ্বিচারিতা আমরা মেনে নিতে পারি না।

তিনি বলেন, অতীতে সাংবাদিক আক্রান্ত হলে যারা কোন ভূমিকা নিতেন না বরং মুখে কুলুপ এঁটে থাকতেন আজ তারাই মায়াকান্না করছেন।

তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, দেরিতে হলেও তাঁদের বোধোদয় হয়েছে।

এফডিপিএমসির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত, কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন আজ আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের সম্মেলনে ফোরামের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এছাড়া ৫টি প্রস্তাব এদিনের সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে।

আজ এই সম্মেলনে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত, তাঁদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং রাজধানী আগরতলা এবং জেলা ও মহকুমা স্তরের সকল সাংবাদিকদের সাথে কোন ধরনের বৈষম্য না হয় সেই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। এদিনের সম্মেলনে নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে। তাতে উপদেষ্টা মণ্ডলী-তে রয়েছেন পরিতোষ বিশ্বাস ও সঞ্জয় পাল। ফোরামের সভাপতি পদে দায়িত্ব পেয়েছেন জয়ন্ত ভট্টাচার্যী এবং সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন কমল কলই ও প্রিয়ব্রত তলাপাত্র। সম্পাদক পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেবক ভট্টাচার্যীকে। এছাড়া সহ-সম্পাদক পদে দীপন্ত মজুমদার, রঞ্জিত দেববর্মা, বন্ধন দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রমাকান্ত দে, অফিস সম্পাদক পদে সৌরজিৎ পাল, কোষাধক্ষ্য বিকাশ ধর ও প্রচার সম্পাদক পদে অচিন্ত্য ভূঁইয়া দায়িত্ব পেয়েছেন।

এছাড়া সদস্য হিসেবে রয়েছেন স্বপন ভট্টাচার্যী, মানস পাল, প্রণব সরকার, রতন শীল, পার্থ রায়, অলক চৌধুরী, অভিজিৎ ঘোষ, সুদীপ নাথ, সন্দীপ বিশ্বাস, প্রবীর দাস, পলাশ মজুমদার, উজ্জ্বল দে, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, অলক দেবরায়, দুলাল চক্রবর্তী, উদয়ন চৌধুরী, মাহাবুর আলম, দিলীপ দত্ত, রূপম চক্রবর্তী, স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, আশীষ চক্রবর্তী, মনোজ চক্রবর্তী, দেবজিৎ গুহ রায়, আশু পাল, জামাল উদ্দিন, সৌরভ ঘোষ এবং বুদ্ধ ভট্টাচার্যী।

দুই চিত্র সাংবাদিক আক্রান্ত খয়েরপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। আবারও আক্রান্ত সাংবাদিক। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে খয়েরপুরে কিছু সমাজদ্রোহীর দ্বারা আক্রান্ত হন চিত্র সাংবাদিক প্রাণগোপাল আচার্য্য এবং রাইজিং ত্রিপুরার চিত্র সাংবাদিক পিন্টু পাল। সংবাদ সংগ্রহ করতে দুপুরে খয়েরপুরে গেলে সমাজদ্রোহীরা তাদের উপর আক্রমণ করে। এই ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। সেই সাথে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবী জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, এদিন সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকারের নেতৃত্বে একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ও এসডিপিওর সাথে সাখ্যাত করে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জানান। এসডিপিও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন এবং আসামীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করবেন।

এদিনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এফডিপিএমসি। সংগঠনের তরফ থেকে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানানো হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় পুড়ল বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ ডিসেম্বর।। অল্পেতে রক্ষা পেল তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাঈগঙ্গা তথা গোলাবাড়ি থাকা সুনীল সরকারের আশপাশের মানুষজনের।সংবাদে জানা যায় রাতের খাবারের পরে সুনীল সরকার ঘুমিয়ে ছিলেন ঘরে। হঠাৎ করে দেখতে পায় দাও দাও করে আগুন জ্বলছে উনার ঘরে। কোন কিছু বোঝার আগেই গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে যায়।খবরদেওয়া হয় দমকল বাহিনী কর্মীদের। ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই স্থানীয় জনগণ আগুন নিভিয়ে দেয়।এদিকে সুনীল সরকার জানাই ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকার উপরে হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো উপকৃত হবে

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ২০।। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো এমনকি ভুটান, নেপালসহ উপকৃত হতে পারে উল্লেখ করে ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী বলেছেন, এেত্র বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ই লাভবান হতে পারে। রোববার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে দ্য চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের সঙ্গে ওয়ার্ল ট্রেড সেন্টারের বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স হলে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ বৃহত্তর অর্থনীতি হিসেবে উদিত হচ্ছে। এ অঞ্চল ২৫০ কোটি মানুষের বাজার, চট্টগ্রাম যেখানে প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাণিজ্য, সামুদ্রিক ও উৎপাদন খাত চট্টগ্রামে অগ্রগণ্য। প্রতিবেশীদের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্কের ওপর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। তাই সেবা, উৎপাদন ইত্যাদি খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বন্ধুত্বকে টেকসই করতে হবে।

তিনি দীর্ঘমেয়াদির পাশাপাশি দুই থেকে তিন বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং লজিস্টিকস, বন্দর, অবকাঠামো, যোগাযোগ ও ম্যানুফ্যাকচারিং ইত্যাদি খাতে কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

তিনি ব্যবসায়ী নির্বাহীদের প্রশিণ প্রদান, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি খাতে মূল্য সংযোজনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান। এ ছাড়া কনস্ট্রাকশন ইক্যুইপমেন্ট, মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট, ফার্মাসিউটিক্যালস ও এপিআই পার্ক স্থাপনেরত্রে দ্বিপাকি উদ্যোগ কার্যকর হবে। চট্টগ্রামে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) পরিচালনা, বে-টার্মিনালে অর্থায়নসহ অবকাঠামো উন্নয়নে ভারতের আগ্রহ রয়েছে। তিনি সীমান্তে আইসিডি, ওয়্যারহাউস নির্মাণ, রেললাইন উন্নয়ন ও স্থলবন্দরের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন।

চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলমের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন চেম্বার পরিচালক এসএম আবু তৈয়ব, অঞ্জন শেখর দাশ, সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর, সাবেক পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ, বিএসআরএম'র এমডি আমীর আলীহুসেইন, উইম্যান চেম্বারের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবিদা মোস্তফা ও ডা. মুনাল মাহবুব, বেইস টেক্সটাইল লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মনোয়ার শাহাদাত (শোভন), গ্রীন গ্রেইন গ্রুপের এমডি শাকিল আহমেদ তানভীর, ক্যাপিটাল পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের এমডি রাশিখ মাহমুদ ও মার্কস বাংলাদেশ লিমিটেডের তানিম শাহরিয়ার।

মাহবুবুল আলম বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রোপট তুলে ধরে স্বাধীনতাযুদ্ধে সহযোগিতার জন্য ভারতের জনগণ ও সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জানান।

তিনি উভয় দেশের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ১০ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রদূত ও ব্যবসায়ী নেতাদের সমন্বয়ে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব করেন। এ ছাড়া সাগর ও অভ্যন্তরীণ নৌপথে পণ্য পরিবহন, রেলপথে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্থলবন্দরগুলোর জটিলতা সহজীকরণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পণ্য খালাসের গতি ত্বরান্বিত করা, ইলেক্ট্রনিক ডাটা বিনিময়ের মাধ্যমে স্থলবন্দরগুলোকে আরও বেশি ডিজিটালাইজড করা, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ, ভারত-বাংলাদেশ বার্ষিক বিজনেস কনফারেন্স আয়োজন, বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসে যৌথভাবে ল্যাবরেটরি বা টেস্টিং সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাব করেন চেম্বার সভাপতি। তিনি ধর্মীয় পর্যটনের মাধ্যমে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করেন। এসএম আবু তৈয়ব দু'দেশের জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন ও বাণিজ্য বৃদ্ধিতে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় উভয় দেশের পণ্য নিয়ে 'ট্রেড শো' আয়োজনের প্রস্তাব দেন। অঞ্জন শেখর দাশ পেট্রাপোলে তিন-চার দিন পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রাক অপেমাণ থাকতে হয় উল্লেখ করে উভয় পরে শুল্ক কর্মকর্তাদের সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সীমান্ত এলাকায় আমদানি করা তুলা ও অন্যান্য গার্মেন্ট কাঁচামাল সংরণে প্রয়োজনীয় ওয়্যারহাউস নির্মাণের আহ্বান জানান। সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর ব্যবসায়িকদে ত্র বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বা এডিআর চালু করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং চেম্বারের বিশেষ উদ্যোগ বাংলাদেশ সেন্টার অব এক্সিলেন্সের সঙ্গে ভারতীয় প্রথম সারির ম্যানেজমেন্ট স্কুলের যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়ী নির্বাহী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানান। সভায় চট্টগ্রামে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার অনিন্দ্য ব্যানার্জী, রাষ্ট্রদূতপত্নী সংগীতা দোরাইস্বামী, দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি দীপ্তি আলংঘট, চেম্বার পরিচালক মো. আবদুল মান্নান সোহেল ও মো. এম. মহিউদ্দিন চৌধুরী, অতিরিক্ত কাস্টম কমিশনার আবু নুর রশিদ আহমেদ, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার মো. সরোয়ার হোসেন, লুব-রেফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সালাউদ্দিন ইউসুফ, বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আহমেদ আলী, রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো'র পরিচালক আলতাফ হোসেন ভূঁইয়া, বিএসটিআই চট্টগ্রামের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো. সেলিম রেজা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গুরু তেগ বাহাদুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): গুরু তেগ বাহাদুরকে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে রাজধানী দিল্লির রাকাব গঞ্জ সাহেব গুরুদ্বারে রবিবার সকালে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রসঙ্গে নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, শ্রীগুরু তেগ বাহাদুরের জীবন হচ্ছে সাহস ও সহমর্মিতার প্রতীক। শহীদ দিবস উপলক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ঐক্য বদ্ধ সমাজের শিক্ষা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য এদিন গুরুদ্বারে যাওয়ার কোনো পূর্ব নির্ধারিত সূচি প্রধানমন্ত্রীর ছিল না। হঠাত করেই তিনি সেখানে যান। পরে যে গুরুমুখী ভাষায় টুইট করেন।

আন্দোলনরত অবস্থায় নিহত কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে যে সকল কৃষক প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। কৃষকদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না বলে দাবি করেছেন রাহুল গান্ধী। রবিবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, কৃষকদের সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ অবশ্যই সাফল্যমন্ডিত হবে এবং নির্ণয়ক ফলাফল বের হবে। কৃষক ভাই ও বোনেদের কুর্নিশ জানাই। নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী একটি খবরের কাটিং পোস্ট করেন।

উল্লেখ্য, বিগত ২৩ দিন ধরে দিল্লি সীমান্তবর্তী এলাকার কৃষকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। রাজধানীর বিজ্ঞান ভবনে কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে কৃষক নেতাদের বৈঠক হলেও কোনো সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি।

গুরু তেগ বাহাদুরের করুণায় অনুপ্রাণিত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): রবিবাসরীয় সকালে দিল্লির রাকাব গঞ্জ সাহেব গুরুদ্বারে গিয়ে গুরু তেগ বাহাদুরের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, " এদিন সকালে আমি প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম রাকাব গঞ্জ সাহেব গুরুদ্বারে। এখানেই শ্রীগুরু তেগ বাহাদুরের নশ্বর শরীরকে দাহ করা হয়েছিল। সেখানে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ওড়িশায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩৭২ জন

ভুবনেশ্বর, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): ওড়িশায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ৩৭২ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩৬২। নিহত চার বলে জানানো হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রক। সব মিলিয়ে ওড়িশায় আক্রান্ত ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ২৩৩জন। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৩০৯। সক্রিয় আক্রান্ত সংখ্যা ৩,০৩৫। নিহত ১,৮৩৬। উল্লেখ্য, ওড়িশায় করোনা বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য নতুন করে করোনা হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে সেখানে। কিন্তু পরিস্থিতি এখনও আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না।

ছয়টি নদীর পানি বণ্টন নিয়ে বৈঠকে বসছে বাংলাদেশ-ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ২০।। গত ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে ছয়টি অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দুই নেতাই এ বিষয়ে দ্রুত দর কষাকষি শেষ করার তাগিদ দিয়েছেন। এই প্রোপটে গঙ্গা নদীর পানি চুক্তির পর্যালোচনা ও অন্য ছয়টি অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে আগামী মাসে আলোচনায় বসবে বাংলাদেশ ও ভারত। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) সদস্য পর্যায়ের বৈঠক আগামী মাসের ৫-৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা রবিবার (২০ ডিসেম্বর) বলেন, 'ছয়টি অভিন্ন নদী নিয়ে গত বছর সচিব পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল। আমরা ওই নদীগুলোর বর্তমান তথ্য-উপাত্ত কয়েক মাস আগে ভারতকে সরবরাহ করেছি। এখন তারা সেগুলি পর্যালোচনা করছে।'

উল্লেখ্য ছয়টি নদী হচ্ছে মুহুরি, খোয়াই, ধরলা, দুধকুমার, মনু ও গোমতী। নদীগুলো নিয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে দুই দেশ আলোচনা করছে। বিভিন্ন সময়ে নদী প্রবাহের তথ্য উপাত্ত একে অপরকে সরবরাহ করেছে।অন্যদিকে গঙ্গা পানি চুক্তি ১৯৯৬ সালে সই হয়।চুক্তির একটি ধারা অনুযায়ী পানি বণ্টনের তথ্য উপাত্ত নিয়ে বৈঠকের কথা আছে যা একটি রুটিন বিষয়। এটি নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা। তিনি জানান, এছাড়া ১০ জেলায় ১৫টি অভিন্ন নদীর বাংলাদেশ দিকে সংরণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এর একটি তালিকা ভারতকে দেওয়া হবে।

তেলেঙ্গানায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৫৯২

হায়দরাবাদ, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): দক্ষিণের রাজ্য তেলেঙ্গানায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৫৯২। বিগত ২৪ ঘন্টায় এই রাজ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬৪৩। নিহত তিন। রবিবার রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৪১৪।

ছয়ের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১০৯৭

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.): করোনার দৌরাত্ম্য অব্যাহত দক্ষিণ কোরিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় এখানে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১০৯৭। কোরিয়া ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন এজেন্সি তরফে জানানো হয়েছে যে নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে ১০৭২ জন হচ্ছে স্থানীয়। বাকি আক্রান্তরা বাইরে থেকে এখানে এসেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় বর্তমান সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯৬৬৫। গত রবিবার এখানে করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছিল ১০৩০। করোনায় দক্ষিণ কোরিয়ার মৃতের সংখ্যা ৬৭৪।এখানে অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে ২৭০ জন রোগী।নভেম্বরের শেষের দিকে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে এখানে করোনা সংক্রমনের তৃতীয় ঢেউ শুরু হয়ে গিয়েছে।

দিল্লি নয় বাংলার ভূমি পুত্র হবে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী, বীরভূম থেকে মমতাকে সতর্ক করে বললেন অমিত শাহ

শান্তিনিকেতন, ২০ডিসেম্বর(হি.স.): দিল্লি থেকে নয় বাংলার ভূমি পুত্র হবে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে সফরের শেষ দিনে বীরভূম থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতর্ক করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ । অমিত শাহ বোলপুর-শান্তিনিকেতনে প্রায় সাত ঘণ্টা ছিলেন। এর মধ্যে বিশ্বভারতীর 'বাংলাদেশ ভবনে' মিনিট পনেরো ভাষণ দেন, রোড শোয়ের শেষে মিনিট দশেক আর মিনিট তিরিশের সাংবাদিক সম্মেলন --- ব্যাস কথা এইটুকুই। কিন্তু তার সারাদিনের সফরে তিনি একাধিক বার্তা দিলেন বাংলা সফরের শেষ দিনে বার্তা দিলেন রাজ্যবাসীকে। বার্তা দিলেন দলীয় কর্মীদের আর বার্তা দিলেন শাসক দলকে। আর শেষ দিনে যাওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোয়াপাধ্যায়কে সতর্কও করে দিলেন।

এদিন সকালে হেলিপ্যাড থেকে সরাসরি শাহ পৌঁছে যান শান্তিনিকেতন। উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণ, রবীন্দ্র ভবন, উপাসনা গৃহ এবং সঙ্গীত ভবনে দীর্ঘ সময় কাটান, রবীন্দ্রনাথ এর চেয়ারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, মগ্ন হয়ে গান শোনেন। এইসব জায়গাই বিশ্বভারতীর আশ্রম এলাকার মধ্যে। শাহ এখানে কোন ভাষণ দেননি। শুধু সমস্ত কিছু ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। নিজের আগ্রহ অনুসারে প্রশ্ন করেছেন। 'খেয়াল খাতা' অর্থাৎ বিশ্ব ভারতীর ভিসিটরস বুকে গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নিজের ভালো লাগার কথা লিখেছেন। শাহ এদিন রতনপল্লীতে বাসুদেব বাউলের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন সারেন। সেখানেও একদম ঘরোয়া পরিবেশে বাউল গান শোনেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর খোলস ছেড়ে তখন তিনি স্রেফ একজন রসিক শ্রোতা। সাত ঘণ্টার মাত্র শেষ দুঘণ্টা শাহ চেনা রাজনীতির জন্য বার্তা দিলেন। তার এক কিলোমিটারের পদযাত্রা কার্যত জন সমুদ্রে পরিণত হয়। উচ্ছসিত শাহ বললেন, "আমি অনেক পদযাত্রা অনেক জায়গায় করেছি কিন্তু এরকম পদযাত্রা দেখিনি। এটা মমতা ব্যানার্জির প্রতি মানুষের ক্ষোভ এবং নরেন্দ্র মোদী জীর প্রতি বাংলার মানুষের আস্থার প্রকাশ।" মাত্র কয়েকদিন আগেই ডায়মন্ড হারবারে নাড্ডার কনভয়ে পাথর পড়েছিল। কিন্তু এদিন শাহর পদযাত্রার ওপর রাস্তার দুধার থেকে পুস্প বৃষ্টি করা হয়। সঙ্গে শঙ্খ ধ্বনি উলুর ধ্বনি।

এদিন বাংলাদেশ ভবনে শাহ বলেন, "আমি গুজরাট থেকে এখানে এসেছি। কিন্তু গুজরাটের সঙ্গে গুরুদেব ও তার পরিবারের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক ছিল। এখানে শান্তি বিরাজ করুক আর সারা বাংলাতেই এরকম শান্তি আবার আসুক।" শাহ বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রেরণা স্বরূপ। আমি ধন্য এখানে এসে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম। মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ চন্দ্র এখানে বার বার এসেছিলেন। নোবেল পুরস্কার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধন্য হয়েছিলেন তা নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাছে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে নোবেল পুরস্কার ধন্য হয়েছে।" পদযাত্রা শেষে কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "বাংলার মানুষ আজ পরিবর্তন চাইছেন।এটা শুধুমাত্র একজন মুখ্যমন্ত্রীর বদল নয়। বাংলার বিকাশের জন্য, অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য, রাজনৈতিক হিংসা সমাপ্ত করার জন্য এই পরিবর্তন দরকার। একটা সুযোগ দিন, বাংলাকে সোনার বাংলা করে তুলবো।" শেষ বেলায় সাংবাদিক বৈঠকে শাহ যথারীতি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে কার্যত সর্তক করে দেন। তিনি বলেন, "বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলা এখন কোথাও এক নম্বরে নেই, মাথা পিছু আয়ে বাংলা পিছিয়ে আছে, হিংসায় বাংলা এখন এক নম্বরে। তোলাবাজিতে বাংলা এক নম্বরে।"

সি এ এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "কোভিডের টীকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিবার আগরতলায় সন্ধ্যায় ডিওয়াইএফআই এক র‍্যালীর আয়োজন করেন। ছবি-নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।